॥ মায়ের নামে উৎসর্গ করলাম আমার এই নাটকটি ॥

মতামত

সত্যজিৎ রায়॥ "সম্প্রতি যেসব বাংলা নাটক আমি দেখেছি তার মধ্যে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত "শেষ থেকে শুরু" একটি শ্রেষ্ঠ মৌলিক ও উপভোগ্য নাটক।

নাটকের বিস্ময়কর মৌলিক চিন্তাধারাটি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর ঘটনা ও নতুন নতুন চরিত্রের মাধ্যমে অপরূপ ভাবে গড়ে তুলেছেন। নাটকটিতে কখনও অফুরন্ত হাসির ঢেউ, কখনও গভীর দুঃখের ছায়া এসে পড়েছে কিন্তু পাশাপাশি এই দুটি ভাবকে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই সুন্দর সামঞ্জস্য রেখে সাজিয়েছেন।

যুগান্তর॥ সংক্ষেপে বলব, ছোটর মধ্য দিয়ে এক বড় আনন্দ দিতে পেরেছে ইংগিত শিল্পী গোষ্ঠীর এই নাটকটি, যা দেখে দর্শক মুগ্ধ, অভিভূত হবেন।...নাটকটির অভিনয়ও হয়েছে নিখুঁত সুন্দর।

আনন্দবাজার॥ "সু-অভিনীত "শেষ থেকে শুরু"। বিষয়বস্তু ও কাহিনীর অভিনবত্বের গুণে এ নাটক শুরু থেকেই দর্শকের চিত্ত একমুখী করে রাখে। কৌতুক পরিস্থিতিগুলি খুবই উপভোগ্য।

দেশ॥ "শেষ থেকে শুরু"র মত একটি অসামান্য নাটক যাঁরা উপহার দিতে সক্ষম, জনগণের সাদুরাগ সহযোগিতা ও সরকারের সপ্রীতি পৃষ্ঠপোষকতা তাঁদের প্রাপ্য।...হঠাৎ যদি একদিন অমৃতের আস্বাদ মেলে তা হলে তা সোচ্চারে সবাইকে জানাতে সাধ যায় বই কি? এ নাটক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল দর্শককে বিমুগ্ধ করে রাখবেই।...

শ্রীসুধাংশু সান্যাল (রবীন্দ্র ভারতী)॥ "বহুদিন ধরে এমনি নাটকের প্রত্যাশা করেছি। আমি জনে জনে এ নাটকের প্রচার করবো—সকলকে বলবো যে এ নাটক এক মহা আনন্দের উৎস"।

ভূমিকা নয় ভণিতা

ভূমিকা লেখাটা ভণিতা বলেই আমার মনে হয়, তবু প্রকাশকের তাগিদে তাই-ই করতে হচ্ছে। প্রথমেই স্বীকার করি, আমি নাট্যকার নই; লেখার ক্ষমতা খুব সীমিত তবু ইচ্ছেটা আছে প্রবল যে নতুন কিছু লিখি, আর তারই জন্যে আমার এই লেখা 'শেষ থেকে শুরু'। প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'ইংগিত' (যার সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত) আমার এই নাটকটি শতরজনীরও অধিক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে এসেছেন, কাজেই ধন্যবাদ দিতে গেলে ইংগিত শিল্পী গোষ্ঠীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হয়। তারপরে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি নাট্যরসিক দর্শকদের, সমালোচকদের যাঁরা এই নাটককে সাফল্যের পথে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছেন।

সুনীল দত্ত মহাশয়ের কাছেও আমি ঋণী রইলাম যিনি এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতেই এই নাটক প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। সবশেষে আমার ধন্যবাদ জানানো রইলো তাঁদের যাঁরা এই নাটক মঞ্চস্থ ক'রে এর জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

দৃশ্যপট। একটি ঘর। মেরামতের অভাবে, জায়গায় জায়গায় ইট বেরিয়ে পড়েছে। দেওয়ালের গায়ে বৃষ্টির জল পড়ার দাগ বেশ স্পষ্ট। এদিক ওদিকে মাকড়সার জালও আছে। ঘরে দুটি দরজা, দুটি জানলা আছে। দর্শকদের দিক থেকে ঘরের বাঁ দিকে একটি ডান দিকে একটি। ডানদিকেরটি বাইরে যাতায়াতের বাঁদিকেরটি Dark roomএ যাওয়ার। যাতায়াতের দরজার পাল্লা থাকবে, Dark Roomএর দরজায় কালো বড় পর্দা (তালি দেওয়া) ঝুলবে। যাতায়াতের দরজার ডান দিকে (দর্শকদের দিক থেকে) একটি জানলা থাকবে, তাতে কিছু লতাপাতা জড়িয়ে থাকবে, যেন রাস্তার ধারেই জানলাটি আছে। আর একটি জানলা, ঘরের মাঝখানে, বেশ বড়, তার ভেতর দিয়ে দূরে গঙ্গার দৃশ্য দেখা যাবে। এই জানলাটি প্রথম অঙ্কে বন্ধ রাখাই ভালো, দ্বিতীয় অঙ্কে খোলা থাকবে ও বাইরের দৃশ্য দেখা যাবে। দেওয়ালে একটি কালীর ছবি থাকবে, গণেশের মূর্তিও দেখা যাবে।

আসবাবপত্র। Dark Roomএর দরজার পাশেই একটি Counter তার ওপর একপাশে ক্যাশবাক্স, বিল বই, কিছু পুরোণো ছবি। প্লেট্ রাখার জায়গায় কিছু প্লেট্ সাজানো আছে। Counterএর সামনে একটি ছোট বেঞ্চি, তার ওপর একটা সাধারণ চাদর, একটা বালিশ থাকবে, সবই অপরিষ্কার। যাতায়াতের দরজার পাশেই যে জানলা তারই সামনে একটি ছোট চৌকি, তার ওপর একটা ছেঁড়া সতরঞ্চি ও বালিশ থাকবে। মাঝের জানলার নিচেই একটি জল সমেত কুঁজো ও গেলাস; তার পাশেই কালো কাপড় সমেত ক্যামেরা, স্ট্যাণ্ডের ওপর পুরোণো ধরনের ক্যামেরা। ক্যামেরার পাশেই লাইট …স্ট্যাণ্ড, Counterএর পেছনে কিছু ছবি, Negative ঝুলবে।

প্রযোজনা : ইংগিত

নাটক ও নির্দেশনা

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরারোপ

দুলাল ঘোষ

দৃশ্য ও আলো

বিমল বোস

রূপারোপ

মঃ সত্তার

সঙ্গীতানুষঙ্গ

জি রিদম্

শব্দগ্রহণ, প্রক্ষেপণ ও প্রয়োগ প্রধান

মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ

স্থান—নাট্যসম্মেলন, শ্যাম স্কোয়ার তারিখ ১৩৭৪

চরিত্রায়ণে

নীলমণি—	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
ভোলানাথ—	সমীর মজুমদার
১ম ব্যক্তি—	দীপক বসু
২য় ব্যক্তি—	গোলক রায়
রমেন—	তরুণ ভট্টাচার্য
বাড়িওলা—	ভবতারণ ঘোষ পরে দিলীপ চ্যাটার্জী
অভয় বাবু—	গৌর ভট্টাচার্য পরে হরিপদ রায়চৌধুরী
ভবেশ—	মিহির দাশগুপ্ত পরে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিকাশ—	সুজিত দাস
মেসোমশাই—	অনিল গঙ্গোপাধ্যায়
নিতাই—	মধুসূদন সাঁতরা
নিমাই—	হরিসাধন রায়
ইন্সপেক্টর—	রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে সুনীল চ্যাটার্জী
নেপাল বাবু—	রবীন দাস
মহারাজ—	নিখিল ভট্টাচার্য পরে মনু মুখোপাধ্যায়
কাকাবাবু—	বীরেন গুপ্ত পরে বিমল বোস
প্রভাত ঘোষাল—	শৈলেন মুখার্জি পরে গিরীশ চক্রবর্তী
শেষ ব্যক্তি—	শুভ্র ঘোষ পরে অজিত চট্টোপাধ্যায়
কেতো—	মাঃ শংকর
রাণী—	কৃষ্ণা সেন পরে লতিকা দাশগুপ্ত ও রত্না ঘোষাল

[ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘড়িতে দেখা গেল রাত দুটো কি তিনটে। খাটিয়ার ওপর নীলমণি হালদার শুয়ে আছে ; বয়স ৪৫, ঘরের দেওয়ালে নানান রকমের ফটো। একপাশে একটা ভাঙা টেবিল, একটা চেয়ার একটা বেঞ্চি। টেবিলের উপর একরাশ কাগজপত্র। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে নীলমণি ঘুমোচ্ছে। খাটিয়ার পাশেই তার ফটো তোলার বড় ক্যামেরাটি রাখা রয়েছে। নীলমণি হালদার একটু নড়ে চড়ে উঠলো। হঠাৎ বাইরে শোনা গেল—"বল হরি, হরি বোল"—"বল হরি, হরি বোল"। নীলমণি ঘুম জড়ানো স্বরে বলে উঠলো]

নীল ॥ ভোলা—একটা এলো রে····একটু সজাগ থাকিস্ ।

[আবার সব চুপচাপ ! শুধু হরিবোল ধ্বনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ]

নীল ॥ ভোলা, খুলে দে।

[উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙলো বছর ২৫ বয়সের ভোলা, গায়ে গেঞ্জি। দুজন শ্মশান যাত্রী প্রবেশ করলো।]

১ম ॥ দাদা, একটা ছবি তুলতে হবে।

ভোলা ॥ কোয়ার্টার ৮·০০ টাকা দু কপি, হাফ ১২·০০ টাকা ফুল সাইজ ১৬·০০ টাকা। আলাদা আমার একটাকা—

২য় ॥ একটু কমসম হবে না—(নীলমণি শুইয়া পড়িয়া বলিল)

নীল ॥ ভোলা, দরজা বন্ধ করে দে !

[শ্মশানযাত্রী মুখ চাওয়া-চায়ি করিল]

১ম ॥ ঠিক আছে দাদা, কোয়ার্টার সাইজটা তুলে দিন।

নীল ॥ ভোলা, বিল করে দে। আগাম টাকা দিয়ে দিন।

২য় ॥ ছবি যদি ভাল না ওঠে—

নীল ॥ টাকা ফেরৎ—

১ম ॥ কিন্তু ফটো তো আর তোলা যাবে না।

নীল ॥ এক পয়সা ফেরৎ হয়নি কোন দিন।

ভোলা ॥ আপনাদের কোন ভয় নেই—দাদার বাঘের হাত।

[ভোলা বিল কাটিতে লাগিল]

ভোলা ॥ কি নাম ?

১ম ॥ শ্রীঅশ্বিনী রায়—

ভোলা ॥ যুক্ত অক্ষর চলবে না।

১ম ॥ মানে ?

ভোলা ॥ যুক্ত অক্ষর লেখার টাইম হবে না। অশিনী রায় লিখে দিলুম। ঠিকানা ?

১ম ॥ ৬নং করঞ্জাক্ষ সমাদ্দার লেন, কলিকাতা—৬।

[ভোলা ঢোঁক গিলে]

ভোলা ॥ লিখে দিন। (ওরা লিখে দিল) কাল সকাল ১১ টায় ডেলিভারী পাবেন। (বিল দিল, টাকা নিল)

নীল ॥ বডি কোথায় ?

১ম ॥ শ্মশানে।

নীল ॥ জল পড়ছে, লাস্ এখানে নিয়ে আসতে হবে।

১ম ॥ এখানে মানে····

নীল ॥ মানে সামনের দালানে।

২য় ॥ আপনি দয়া করে যদি যান····

নীল ॥ কি জ্বালা—জল পড়লে এখানেই লাস্ নিয়ে আসতে হয়।

১ম ॥ কি করে জানবো বলুন—

ভোলা ॥ সবাই জানে, আপনারা জানেন না।

১ম ॥ এর আগেতো কখনো আসিনি।

নীল ॥ সাইনবোর্ডে সব পরিস্কার করে লেখা আছে, একটু নজর করলেই দেখতে পেতেন।

২য় ॥ যাগগে, বডি এখানেই নিয়ে আসছি।

নীল ॥ বডি মর্গে ছিল ?

১ম ॥ হ্যাঁ।

নীল ॥ ভোলা, ময়দা রং কর।

২য় ॥ তার মানে ?

ভোলা ॥ একটু ময়দা মেখে রং করতে হবে, এই আর কি।

১ম ॥ (মুখ চাওয়া-চায়ি করে) কেন ? কেন ?

নীল ॥ বডি কতদিন মর্গে ছিল ?

২য় ॥ একদিনও না, এই কিছুক্ষণ।

নীল ॥ তাহলে ঠিক আছে, মর্গে বেশীক্ষণ বডি থাকলে ইছঁরে খুবলে খেয়ে নেয় কিনা, তাই ছবি তোলার সময় ময়দা রং করে ভরাট করে তুলতে হয়।

১ম ॥ না না, আমাদের কিছু করতে হবে না—

নীল ॥ ঠিক আছে যান, বডি নিয়ে আসুন। (দুজনে চলে গেল)

নীল ॥ পার্টিটা ভালোই…দু-এক টাকা বেশী বল্লে হোত।

ভোলা ॥ কি করে বেশী বলবে? সাইনবোর্ডে সব লেখা রয়েছে যে—

নীল ॥ তার পাশে এবার এটাও লিখে দেবে—ঝড় জলে বেশী রেট।

ভোলা ॥ তা লিখে দিলেই চলবে! আর রেটতো কেউ পড়ে না। মোকা বুঝে ২।৪ টাকা বেশী বল্লেই চলে। সবাইতো দিশেহারা হয়ে থাকে।

নীল ॥ ভোলা, তুই একটা মুখ্যু, পয়সার বেলা কেউ দিশেহারা হয় না, তখন ঠিক টনটনে জ্ঞান থাকে, সে কারোর 'মা'-ই মরুক, বাবাই মরুক, আর ছেলেই মরুক।

ভোলা ॥ তা যা বলেছ…একবার মনে আছে একজন কাঁদতে কাঁদতে একটাকা বেশী দিয়ে ফেলেছিলো আবার কাঁদতে কাঁদতেই বল্লে, বোধ হয় একটাকা বেশী দিয়ে ফেলেছি, ওটা ফেরৎ দিয়ে দিন।

নীল ॥ হ্যাঁ রে হ্যাঁ, পয়সার বেলায় সবাই সানসা—পয়সাই সব… পয়সার জন্তেই আজ না আমায় এই ব্যবসায় নামতে হয়েছে—

ভোলা ॥ যাগ্‌গে দাদা, আবার পুরোনো কথা ভালো লাগে না,

[বাইরে "হরিবোল শোনা গেল]

ঐ বোধ হয় লাস্ নিয়ে আসছে, আমি ক্যামেরাটা—বাইরে নিয়ে যাই—

[ভোলা ক্যামেরা নিয়ে বাইরে গেল]

[নীলমণি হালদার বিড়ি ধরালো, কটো তোলার সরঞ্জাম

ঠিক করতে লাগলো। ঘরের কোণেতে Dark Room মাঝে মাঝে তার মধ্যে ঢুকছে আবার বেরিয়ে আসছে এমন সময় ভোলা এল]

ভোলা ॥ দাদা, দাদা—

নীল ॥ (Dark Room থেকে) কি রে ?

ভোলা ॥ এসে গেছে। [নীলমণি বেরিয়ে এল]

ভোলা ॥ আহা, বৌটার বয়স বড় কাঁচা গো, স্বামীটা আছাড় কাছাড় খাচ্ছে····

নীল ॥ ও একটু খাবে তারপর শ্মশান থেকে ফিরে গিয়ে আবার বিয়ে করবে। ওটা লোক দেখানি একটু করতে হয়।

ভোলা ॥ তা যা বলেছো দাদা।

নীল ॥ কেন তুই দেখিসনি ? বেনেটোলার নগেন মল্লিক তিন তিনটে বৌ-কে হাউ মাউ ক'রে পুড়িয়ে গেলো, আবার কবে না কবে দেখ্না চতুর্থ পক্ষটাকে নিয়ে এসে হাজির করবে। সবাই কি আর নীলমণি হালদার রে, বৌ-কে পুড়িয়ে আর বাড়িই ঢুকলুম না—ছেলেটাকে মামার বাড়ীতে রেখে মানুষ করতে লাগলুম তারপর ছেলে বড় হোলো।

১ম ॥ কই দাদা, আসুন !

নীল ॥ তাড়াতাড়ি কচ্ছেন কেন, বিষ্টিতে ভিজে কি করবেন, আর এত জলে শ, জ্বলবে না।

১ম ॥ তবু ফটোটা তুলে নিন···অনেক কাজ কর্ম বাকি আছে।

[ওরা বেরোতে যায় এমন সময় ২য় ও স্বামীর প্রবেশ]

১ম ॥ ওকে আবার এখানে নিয়ে এলি কেন ?

২য় ॥ কি করব, গঙ্গার ঘাটে বসে, হাউ হাউ করে কাঁদছিলো। (স্বামীকে) রমেন, বোস তুই এখানে একটু বোস, চুপ কর, কেঁদে কি করবি বল ?

স্বামী ॥ ওরে ওর কোন সাধই মেটাতে পারিনি···আমি ভাবিনি যে ও এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে····

নীল ॥ (অলক্ষ্যে) যত তাড়াতাড়ি যায় ততোই ভালো···

১ম ॥ কই, আর দেরী কচ্ছেন কেন ?

নীল ॥ চলুন আমি ready.

২য় ॥ (স্বামীকে) রমেন চল, ছবিটা তুলে নিই—

স্বামী ॥ ও কথা আমায় বলিসনি ভাই····এ আমি পারবো না, আমি কিছুতেই দেখতে পারবোনা, আমি নিজের হাতে ওর কতো ছবি তুলেছি, আর আজ এই ছবি····

নীল ॥ সেই ছবিগুলোর পাশে রেখে দেবেন, সেটটা complete হয়ে যাবে।

[ভোলা নীলমণির দিকে চাহিয়া, একমুখ হেসে বেরিয়ে গেল]

২য় ॥ (নীলমণিকে আসতে ইশারা করিয়া) তুই তাহ'লে এখানে বোস রমেন, আমরা তাড়াতাড়ি ছবিটা তুলে নিই।

নীল ॥ না-না, আপনিও চলুন, বৌয়েরও এ সাধটা হয়তো ছিল।

রমেন ॥ সাধ····ওর কোন সাধই মেটাতে পারিনি, কোন সাধই না !

নীল ॥ কটা স্বামী পারে বলুন ? সবাই তো bluff দেয়। তবে বৌদের স্বামীর কোলে মাথা রেখে একটা শেষ ছবি তোলার

সাধ বরাবরই থাকে, তার শেষ সাধটা না হয় মেটালেন দাদা, ...চলুন, চলুন....

২য় ॥ রমেন চল....please এত ভেঙ্গে পড়িসনি !

[ভোলার প্রবেশ]

ভোলা ॥ চলুন, সব ready হয়ে গেছে।

২য় ॥ ওঠ্ রমেন, please ওঠ্....চল...

রমেন ॥ উঃ, আমার কি হোল রে। (কাঁদে)

[সবাই বাহিরে গেল, মঞ্চ ফাঁকা রহিল]

[ফটো তুলিবার flash light-এর আলো মঞ্চে আসিয়া পড়িল। নীলমণি, ভোলা, ১ম ও ২য় রমেনকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে আসিল]

১ম ॥ বোস এখানে একটু, একটু rest নে....

রমেন ॥ শুনুন, আমার লতিকার ছবিটা যেন খুব ভালো হয়....

নীল ॥ আপনি যেমনট তুলেছিলেন তেমন হবে না, তবে খারাপ হবে না...

১ম ॥ ছবিটা একটু যেন bright হয়...

নীল ॥ (একটু চুপ করে থেকে, হেসে) মরা তো...দাঁড়ান, চট ক'রে একটু দেখে নিই—

[Dark Room-এ ঢুকলো]

রমেন ॥ তোর মনে আছে কমল, সেবার যখন হাজারিবাগ গিয়েছিলুম, ওর বোন কণিকাও সঙ্গে ছিল। পাহাড়ের ওপর কণিকাকে সঙ্গে নিয়ে দুটো ছবি তুলেছিলাম, (ভোলা জল খাচ্ছিল, বিষম খায়) সেই দেখে ও দিব্যি গেলে বলেছিলো

"জীবনে কোনদিন আর ছবি তুলবে না"। ভুল, ভুল, সব ভুল—

নীল ॥ (Dark Room থেকে) ভোলা····

ভোলা ॥ কি বলছো—

নীল ॥ ওদের একটু বসতে বল····

ভোলা ॥ ঠিক আছে। (কথাটা সবাই শুনলো) ওরা কি বডি নিয়ে চলে গেল ?

১ম ॥ না, বসতে বলেছি, দেখি উনি কি বলেন।

রমেন ॥ ওরে, জন্তিকার ছবি কখনও খারাপ ওঠে না।

ভোলা ॥ তাছাড়া দাদা বলে জ্যান্ত অবস্থায় তুলে নড়ে চড়ে যাবার ভয় আছে। কিন্তু, এতে সে ভয় নেই, চোখের পাতাটি পর্যন্ত পড়ে না····যতক্ষণ ইচ্ছে ফোকাস করুন।

রমেন ॥ (Pause) উঃ, কেন এমনহোলো বলতো···আমার জীবনে

[Dark Room থেকে নীলমণির প্রবেশ]

নীল ॥ একটা spot পড়েছিল, তাই আসতে দেরী হ'ল। ঠিক আছে বডি নিয়ে যান, কাল ১১ টায় সময় ছবি নিয়ে যাবেন।

রমেন ॥ না না, আমার ছবির দরকার নেই, ও ছবি দেখে বিশু আরও কাঁদবে····

নীল ॥ বিশু কে ?

২য় ॥ ছেলে—

নীল ॥ কত বয়েস ?

১ম ॥ ৬।৭ বছরের···

নীল ॥ কাঁদবে না।

২য় ॥ তাছাড়া সেতো এখন মামার বাড়ীতে আছে।

নীল ॥ হাতে লবঙ্গুল দিয়ে বলবেন, মা বেড়াতে গেছে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

[রমেনকে ধরিয়া তুলিল। রমেন উঃ আঃ করিতে লাগিল]

১ম ॥ চল ওঠা যাক্, ওদিকে দেরী হয়ে যাবে। আমরা চলি, কাল এসে আমিই ফটো নিয়ে যাবো।

নীল ॥ (ভেতরে এসে) ঠিক আছে। (ওরা চলে গেল) নে ভোলা, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়।

[বিড়ি ধরাইল। নেপথ্যে—"বল হরি হরি বোল।" ভোলা গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আসিল। কিছুক্ষণ চুপ চাপ]

ভোলা ॥ জানো দাদা, এক একটা বৌ আছে তারা সংসার করতে আসে না, সংসার ভাসাতে আসে। ছেলেমেয়েগুলো ভিখিরী হয়ে যাবে। বড়লোকের ঘরে হোলে তবুও যাহোক্ চলে যায়। আমাদের মত হলেই ব্যস আর দেখতে হবে না। বাপটা কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে. ছেলেমেয়েগুলো খেতে পাবে না, পরতে পাবে না, কারো দয়া হলে দুটি খেতে পাবে···নইলে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েই পড়বে।

নীল ॥ (চীৎকার করিয়া) তুই ঘুমুবি ?

[নীলমণি গোছ করিয়া শুইল।]

ভোলা ॥ আমার ঘুম আসতে চায় না। এখন খানিকটাতো ঘুমিয়ে নিলে পারি ! পোড়া চোখে ঘুম কি আর আসবে ? (কিছুক্ষণ বাদে) দাদা ঘুমুলে নাকি ? দাদা, ও দাদা-দাদা—

[নীলমণি ধড়মড় করে উঠে বসে]

নীল ॥ কি হয়েছে কি তোর ?

ভোলা ॥ না কিছু হয় নি, কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়বো তাই....

নীল ॥ কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়বে ? আমি কি তোমার স্ত্রী যে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়বে ? (উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়ালো) বুঝেছি কি হয়েছে, ওই বৌটা তোর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে ! (জল খেলো) মরে গেল, ফুরিয়ে গেল, তাকে নিয়ে অত ভাববার কি আছে ? তুই আমায় দেখেও শিখলি না...মাঝে মাঝে ব'লে ফেলি বটে, সে আমার নিজেরই অজান্তে....আবার তুই যখন সামলে দিস্, ঠিক হয়ে যাই। তাছাড়া আমি তো অন্য কথা বলি না। আমি শুধু নেমোখারামীর কথা বলি। নেমোখারামী করে তোর বৌদি মরে গেল, ছেলেটাকে মামার বাড়ীতে রেখে মানুষ করতে লাগলুম। আমি তখন এলাহাবাদে বাউণ্ডুলের মত ঘুরছি। Contractoryর কাজ করতুম, রোজগার শুধু ঐ ছেলের জন্যে তারপর ছেলে মানুষ হয়ে একদিন চিঠি লিখলো, বাবা তুমি ফিরে এসো, আমরা দুজনে বাপ-বেটায় একজায়গায় থাকবো। উঃ সেদিন যে কি আনন্দ হয়েছিল ভোলা কি বলবো.... নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে, ছেলের কাছে চলে এলুম। তারপর ছেলে Love Marriage করলে, আমার তাতে কি, ও যাতে সুখী হবে তাই করুক, তারপর বৌমা এল....বুঝলি ভোলা, আমি যেন আবার সংসারী হ'য়ে গেলুম....দু-বেলা বাজার হাট করতুম, বৌমার ফাইফরমাস খাটতুম, আমার বেশ ভাল লাগতো,

তারপর ভাবতুম আমার নাতি হবে, আমি নাতিকে কোলে করে নিয়ে বেড়াবো, নাতি আমায় দাদু ! দাদু ! বলে ডাকবে, আমার দিন আপনিই কেটে যাবে। ভোলা, ঐ ভাবাই সার···· বৌমা একদিন হিসেব চেয়ে বসলো, বল্লো "বাবা বড্ড খরচ হয়ে যাচ্ছে এবার থেকে বাজার ক'রে এসে হিসেব দেবেন"। দূর শালা···হিসেব দেবো কিরে, আমি হিসেব দেবো কি, কার কাছে হিসেব দেবো, আমায় হিসেব কেউ রেখেছে যে আমি হিসেব দেবো····শালা নেমোখহারামের জগৎ····

ভোলা ॥ দাদা, পুরনো কথা থাক্।

নীল ॥ তুই তো তুললি····

ভোলা ॥ ঘাট হয়েছে দাদা, শুয়ে পড়, অনেক রাত হয়ে গেল। পুরনো কথা ভাবলেই খারাপ লাগে···

নীল ॥ সবই তো পুরনো, নতুনটা কি বলতে পারিস ?

ভোলা ॥ কেন, তুমিই তো বলো দাদা, মানুষ জন্মালে নতুন, আবার মরলে নতুন।

নীল ॥ নে শুয়ে পড়—

[চুপ করিয়া দু'জনে শুইলে ধীরে ধীরে ভোর হইল]

[কড়া নাড়ার আওয়াজ—নেপথ্যে—"নীলমণিবাবু আছেন নাকি, নীলমণিবাবু—]

[দুজনে ঘুম থেকে ওঠে]

নীল ॥ (চাপা স্বরে) বাড়ীওলা····

ভোলা ॥ কি করবো ?

নীল ॥ ভোর হতে না হতেই তাগাদা····দরজা খুলে দিয়ে আয়—

[ভোলা দরজা খুলিল, নকরবাবু আসিল]

নীল ॥ বাসি মুখে কি করে বসতে বলি....

নকর ॥ ভাড়াটা মিটিয়ে দাও, তাহলেই চলি।

নীল ॥ না-না, বসুন বসুন...

নকর ॥ আজকেই তো দেবার কথা ছিল।

ভোলা ॥ তা এত ভোরে, আমরা ভেবেছি বডি এল....

নকর ॥ তাতো ভাববেই, জলজ্যান্ত লোকটাকে মড়া ভাববেনা? সে যা ইচ্ছে ভাবো, আমার টাকাটা ফেলে দাও, চলে যাচ্ছি।

নীল ॥ টাকাটা কত হবে?

নকর ॥ দু-মাসের ৫০·০০ টাকা।

[নীল ও ভোলা মুখ চাওয়া-চায়ি করিল]

নকর ॥ ও মুখ চাওয়াচায়ি করে লাভ নেই....আজ নিয়ে তবে উঠবো।

ভোলা ॥ আপনার মাসিমার দামটা এখনও পাওয়া যায় নি—

নকর ॥ ও সব আমি জানি না—

নীল ॥ সেকি, আপনিই তো বল্লেন দামের জন্যে ভাবতে হবে না, তাই তো ছেড়ে দিলুম...

নকর ॥ সে মাসিমার ছেলেদের কাছে যাও, কবে মাসিমা মারা গেছে এখন তার ছবির দাম আমার কাছে চাইছো!

নীল ॥ কার কাছে চাইবো বলুন?

নকর ॥ আমি জানি না, আমি জানি না, ভাড়া দিয়ে দাও চলে যাচ্ছি—

ভোলা ॥ ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন,এবারেবড্ড কম মরেছে...

নকর ॥ কম মেরেছে বোলে আমায় মেরে লাভ কি ! দাও দাও, টাকা দাও গঙ্গা চান ক'রে বাজার করতে যাবো····

নীল ॥ বাজার যাবে দাদা ?

নকর ॥ না, তুমি আমায় গেলাবে, দাও দাও টাকা দাও ।

নীল ॥ ঠিক আছে দাদা, এই দুটো টাকা নিয়ে উপস্থিত বাজারটা সেরে ফেলুন তারপর কাল পরশু নাগাদ—

নকর ॥ (দুটো টাকা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে) দুটো টাকায় কি হবে, একি ভিক্ষে দিচ্ছ ?

নীল ॥ ভোরবেলায় আর চেঁচামেচি করবেন না, দু'চারদিন বাদে ঠিক পেয়ে যাবেন, আর তা ছাড়া সামনেই তো কলেরার সিজন্ তখন মিটিয়ে দেব ।

নকর ॥ বেশ, আজকের দিনটা দুটো টাকা নিয়েই যাচ্ছি, কিন্তু আর যেন ফিরতে না হয়····বারবার আসবো আর শুধু হাতে ফিরে যাবো, ও চলবে না····

ভোলা ॥ তবে আপনি যদি একবার দয়া করে আপনার মাসিমার সঙ্গে দেখা কোরে····

নকর ॥ (চটে) মাসিমার সঙ্গে কোথায় দেখা করবো ?

ভোলা ॥ না, না, মাসিমার সঙ্গে নয়, মাসীমার সঙ্গে নয়, মাসীমার ছেলেদের সঙ্গে বলছি—

নকর ॥ দেখা করতে হয়, তোমরা গিয়ে কর – আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ো না বলে দিচ্ছি । সাবধান করে গেলুম ।

নীল ॥ আপনি তো খুব তাগাদা মারছেন, ঘরটা একটু মেরামত করে দিন, ঘরের কি অবস্থা হয়েছে দেখছেন ? বৃষ্টি পড়লে জল হুড় হুড় করে ঘরের মধ্যে পড়ে ।

নকর ॥ ২৫ টাকা ভাড়া দিলে জল পড়বে না তো কি কুলপি বরফ পড়বে? (প্রস্থান)

নীল ॥ আচ্ছা আমিও দেখে নেবো, ছবি ওঠাতে খরচ লাগে না। মাসিমার বাড়ীর ঠিকানাটা আমায় বার করে দে, আমি গিয়ে তাগাদা মারবো....চালাকি!

ভোলা ॥ দাদা, বেলা বাড়ছে, নেপালবাবুর পিসিমার ছবিটা ready করে ফেলতে হবে—উনি এখুনি এসে পড়বেন...

নীল ॥ তুই ছবিটা বার করে রাখ, আমি মুখটা ধুয়ে আসি।

ভোলা ॥ তুমি যাও, আমি নেপালবাবুর ছবিটা আগে বার করে রাখি....ওঁর যা তিরিক্ষি মেজাজ্....

নীল ॥ তিরিক্ষি মেজাজ কি সাধে হয়েছে, পরপর শোক পেয়ে পেয়ে হয়েছে, শোকেতে মানুষ মানুষ থাকে? তুই অমনি দুম করে বলে দিলি তিরিক্ষি মেজাজ। ও রকম করে বলতে নেই। (নীলমণির প্রস্থান, ভোলা ছবি খুঁজিতে লাগিল)

[জানালা দিয়া একটি ইটের টুকরা আসিয়া পড়িল]

ভোলা ॥ ঠিক আছে

[দরজা দিয়া দৌড়াইয়া রাণী প্রবেশ করিল। গাছ কোমর করিয়া কাপড় পরা, চুল উস্কোখুস্কো, বয়স ১৮।১৯, ঘাট পুরুতের মেয়ে সে]

রাণী ॥ এই, বাবা ডাকছে—

ভোলা ॥ কেন রে রাণী?

রাণী ॥ আমি জানি না—বল্লে ডেকে নিয়ে আয়—দাদা কোথায়?

ভোলা ॥ ঘাটে গেছে।

রাণী॥ চলো। কি খুঁজছো সকালবেলায় ?

ভোলা॥ নেপালবাবুর ছবি।

রাণী॥ ধ্যেৎ, নেপালবাবার ছবি !

ভোলা॥ নেপালবাবা নয়—নেপালবাবু।

রাণী॥ ঐ হোল। আমি চল্লুম, তুমি তাড়াতাড়ি এস—বাবা নইলে—(হাত দিয়া চাড়ের ইঙ্গিত করিল)

ভোলা॥ এই, শোন না দাদাকে এত ভয় করিস কেন ?

রাণী॥ যা গম্ভীর।

ভোলা॥ আমি বুঝি গম্ভীর নই, বেশ এবার থেকে গম্ভীর হব। (গম্ভীর হয়)

রাণী॥ ও গম্ভীরবাবু কার কথা ভাবা হচ্ছে শুনি—(গান গায়)

পার করিতে হবে গৌর
ভাবছ কি মনে,
পার ঘাটাতে দাঁইড়ে আছি
তোমার নাম শুনে॥

ভোলা॥ মহারাজের কাছ থেকে শিখে খুব গাওয়া হচ্ছে।

রাণী॥ নাগো মশাই না মহারাজ আমার কাছ থেকে শিখেছে। না বাবা, এক্ষুণি তোমার দাদা এসে পড়বে, আমি বাবা পালাই।

[রাণীর প্রস্থান]

[ভোলা রাণীর গানটা গুণ গুণ করে ও ছবি খুঁজতে থাকে নীলমণির প্রবেশ ও Dark Room-এ গমন]

ভোলা॥ (খুঁজিয়া পাইয়া ও দেখিয়া) দাদা, দাদা,—

[নীলমণি মুখে জল শুদ্ধ প্রবেশ করিল]

নীল॥ কি হয়েছে?

ভোলা॥ এই তিন নম্বরটা কি নেপালবাবুর ছবি···

নীল॥ (দেখিয়া) হ্যাঁ। (মুখ মুছিতে মুছিতে)

ভোলা॥ সর্বনাশ হয়েছে, নেপালবাবুর পিসির মুণ্ডু নেই!

নীল॥ এঁ্যা! সেকি? দেখি। সর্বনাশ! নেগেটিভ্‌টা দেখে আসি (Dark Room-এ ঢুকিল, ভিতর হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল ভোলা) negative-এতেও মুণ্ডু নেই ····এ ছবিটা তুই তুলেছিস, আমার জ্বর হয়েছিল····

ভোলা॥ এই রয়েছে

নীল॥ Develop করার সময় দেখতে পেলি না।

ভোলা॥ আবছা, আবছা দেখেছিলুম। ওরে বাবা, নেপালবাবু যা লোক হয়তো পুলিশেই দিয়ে দেবে····মনে নেই সেবার ওঁর ঠাকুমার মুখটা একটু ঝাপসা হয়েছিলো বলে····

নীল॥ তোমার পুলিসে দেওয়াই উচিত, ছিঃ, ছিঃ! আমি এখন কি করি···

ভোলা॥ দাদা লক্ষ্মীটি একটা কিছু কর।

নীল॥ দূর হয়ে যা এখান থেকে একটা হাত, পা গেলে ঠিক করা যায়, আমি এখন কার মুণ্ডু বসাই।

ভোলা॥ দাদা ঘাট হয়েছে, এই কান মলছি, দাদা····

নীল ॥ ছবি খোঁজ, বেশ ফুলটুল দিয়ে মুখটা ঢাকা আছে এরকম একটা ছবি খোঁজ···এটা সরিয়ে ফেল।

ভোলা ॥ ঠিক বলেছ। (খুঁজিতে লাগিল) এটা চলবে? এটা—

নীল ॥ না।

ভোলা ॥ এটা?

নীল ॥ না।

ভোলা ॥ এটা?

নীল ॥ দেখ্ দেখ্, আরো দেখ্।

ভোলা ॥ এটা? উঁহু এটা···এটা····এটা না, না, না, হুঁ এইটে দেখো তো···বেশ ফুলটুল দিয়ে মুখটা ঢাকা আছে····

নীল ॥ ঠিক আছে, মুখ দেখাই যাচ্ছে না বলতে গেলে; আর চেহারাটা এরকমই হবে মনে হচ্ছে, ধুলোটা ঝেড়ে একটা কাগজে মুড়ে রেখে দে····

ভোলা ॥ দাদা, তুমি একটু রাখো, আমি চট্ ক'রে মুখে একটু জল দিয়ে আসি, আমি যাব আর আসব। (প্রস্থান)

[নীলমণি ছবিটা মুড়ে ভালো ক'রে রেখে দিল। বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল, অভয়বাবু ধীরে ধীরে পিছন হইতে প্রবেশ করিলেন]

অভয়বাবু ॥ ছবিটা হয়ে গেছে?

নীল ॥ আপনার নামতো অভয়বাবু? (ঘাড় নাড়িল) আপনার তো গত পরশুদিন আসার কথা ছিল····

অভয় ॥ কথাতো ছিলো; কিন্তু আসতে পারলাম কৈ?

নীল ॥ ছবি ready হয়ে গেছে, এখন নিয়ে যাবেন তো?

অভয়॥ হ্যাঁ। ভাগ্যে আমার এই ছিল, কোথায় আমার নাতি আমার ছবি নিয়ে যাবে, সব উল্টো হয়ে গেল।

নীল॥ কি করবেন অভয়বাবু, লোকে ভাবে এক, হয় এক....এই নিন [ছবি দিল। অভয়বাবু ছবি নিয়া স্থির ভাবে দেখিতে লাগিল, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, ঠোঁটটা অল্প অল্প কাঁপছে]

অভয়॥ আমার দাদুভাই....দাদুভাই....(ফোঁপাইয়া উঠিলেন)

নীল॥ বসুন বসুন....

অভয়॥ নীলমণিবাবু ছবিটা থাক্, একে বাড়ীতে টিক্‌তে পারছি না, ছবিটা নিয়ে গেলে আরও টিক্‌তে পারবো না।

নীল॥ কি হয়েছিল কি ?

অভয়॥ ধরতে পারলো না, তিন চার দিনের জ্বরেই শেষ হয়ে গেল। (Pause) জানেন রোজ আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতো, একদিন হঠাৎ কি খেয়াল হল বল্লো, দাদু, আমায় একদিন শ্মশান ঘাটে বেড়াতে নিয়ে চলো—আমি বল্লুম আমি যেদিন শ্মশান ঘাটে যাবো সেদিন যেও (ফুঁপাইয়া) সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ঐই পালিয়ে গেল নীলমণিবাবু (ক্রন্দন)

নীল॥ চুপ করুন...কি করবেন বলুন ?

অভয়॥ কি করতে পারলুম....একটা ৭।৮ বছরের ছেলে বুড়োটাকে কি শাস্তিই দিয়ে গেল (কাঁদতে থাকে আর নীলমণি চিন্তায় ডুবে যায়) নীলমণিবাবু, নীলমণিবাবু (নীলমণির চিন্তায় ছেদ পড়ে) এ ছবি থাক, ওকে আর সঙ্গে করে নিয়ে যাবো না... আমি এবার একলাই যাবো, একলাই যাবো [বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন, নীলমণিরও বোধহয় চোখে জল

এসে গেছে, বুকটা তায় ভারি হয়ে উঠেছে ··একদৃষ্টে ছবির দিকে চেয়ে আছে এমন সময় ভোলা ঢুকলো পেছন থেকে····]

ভোলা ॥ অভয়বাবু ছবি নিয়ে গেল ?

নীল ॥ না—[ভোলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, নীলমণি ছবিটিকে রেখে দিয়ে চুপ করে রইলো]

ভোলা ॥ কি ভাবছো, দাদা ?

নীল ॥ ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি····দাদু····

ভোলা ॥ এইবার ! দাদা তুমি যে বলো কিছু ভাবি না····এবার কেন ভাবছো ?

নীল ॥ কি ভাবছি ?

ভোলা ॥ নিজে দাদু হবার কথা ভাবছো····আচ্ছা দাদা এতদিনে তোমার বোধহয় নাতি হয়েও গেছে—হঠাৎ যদি তোমার নাতি এসে হাত ধরে বলে, দাদু, বাড়ী চলো। আমায় ছেড়ে চলে যাবে তো ? তবে তোমার তো কেউই জানে না যে তুমি এখানে একাজ করছো।

নীল ॥ জানলেও তোর ভয় নেই। জানিস ভোলা, ও মোহ আমার আর নেই, এইখানে এসে এইটেই আমার মস্তবড় লাভ হয়েছে, সব কথা ভাবলেও, সবার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার মোহ আর নেই—ওটাকে আমি একবারে শেষ করে দিয়েছি, তবে অনেক সময় নিয়েছে। দেখ ভোলা, আমি ভাবি—যে যেখানে আছে, সেই গণ্ডীতে সে সুখে থাকুক।

ভোলা ॥ এই ঘরের গণ্ডীতে তুমি সুখী ?

নীল ॥ হ্যাঁ, তবে এই মরা মরা যেন আর ভালো লাগছে না—

ভোলা ॥ বুঝেছি ; ঐ অভয় বাবুর নাতিই তোমাকে কাত করেছে—

নীল ॥ কাত আমাকে কেউ করতে পারবে না, আমি জ্যান্তেও চীৎ হয়ে থাকবো, মরে তো থাকবোই ।

ভোলা ॥ তবে দাদা, আমি বলি কি—জ্যান্তর চেয়ে মরা অনেক ভালো। আমার বাবা বলতো, একটা অচেনা অজানা মরা লোকের পাশে রাত কাটানো যায় কিন্তু একটা জ্যান্ত লোকের পাশে শোয়া বিপজ্জনক। কত জ্যান্ত লোকতো দেখলে দাদা, এখনও দেখছ !

নীল ॥ তবে কি জানিস ভোলা—আমরাও তো জ্যান্ত, দয়ামায়া সুখ দুঃখুটা তো একবারে উবে যায়নি !

ভোলা ॥ আমি দাদা সেইদিন থেকে দয়ামায়া উবিয়ে দিয়েছি, যেদিন আমার নিজের কাকা আমার ছোট ভাইকে খুন করলো। আমাকেও খুন করতো, কোন রকমে পালিয়ে বেঁচেছিলুম। বিধবা মা-টা ছোটভাইয়ের শোকে কেঁদে কেঁদেই মরে গেল—খুনের দায়ে ছোট কাকা জেলে গেল, এদিকে বড় কাকা সাধু সেজে সব সম্পত্তি গিলে নিলো—এই তো সব জ্যান্ত মানুষ ! ছাড় দিকি ওসব কথা !

নীল ॥ ব্যাপার হচ্ছে, এখানে বসে এই মরা দেখে দেখে, মানে, মৃত্যুদর্শন করে করে মনে হচ্ছে যেন আস্তে আস্তে ম'রে যাচ্ছি—

ভোলা ॥ আমার কিন্তু তা মনে হয় না দাদা, এখানে এসে বরং মৃত্যু দেখে দেখে আমি এখন মৃত্যুকে ভয়ই করি না; আগে মরা শুনলেই ভয় হতো—আমি এখন মাঝে মাঝে ভাবি, আমি

বেশ মরে গেছি—একটা ভালো দড়ির খাটে শুইয়ে দিয়েছো, কপালে কোঁটা কোঁটা চন্দন দিয়েছো, আমার শক্ত ঘাড়টাকে একটু উঁচু করে দিয়ে, তুমি ছবি তুলছো—ভোলাতো নেই, একলাকেই সব করতে হচ্ছে, তুমি কিছুতেই ফোকাস করতে পারছো না দাদা, ক্যামেরার কাঁচ কেবলই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তোমার চোখের জলে, তুমি কেবলই কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুচ্ছো আর focus করছো! দাদা, আমি মরে গেলে আমার একটা ছবি এই ঘরে টাঙিয়ে রেখে দেবে, full size-এর কিন্তু—

নীল ॥ —আগাম টাকা দিয়ে দিবি—

[দুজনে জোরে হাসিতে হাসিতে নীলমণি কাঁদিয়া ফেলিল। ভোলাকে জড়াইয়া—]

নীল ॥ এ রকম বলিস না আমার ভাল লাগে না (এমন সময় চা-ওয়ালা দু-গেলাস চা আর বিস্কুট নিয়া ঢুকিল। দুজনে কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ চা-ওয়ালাকে দেখিয়া নীলমণি দৌড়াইয়া বাহিরে গেল আর ভোলা Dark Room-এ চলে গেল।)

ভোলা ॥ (Dark room থেকে) ওখানে চা রেখে তুই চলে যা কেতো। পরে গেলাস পয়সা পাঠিয়ে দেবো—

কেতো ॥ ভোলাদা, ভোলাদা, শোন না—

ভোলা ॥ কি রে?

কেতো ॥ তুমি আমার একটা ছবি তুলে দেবে বলেছিলে, এখন দাও—

ভোলা ॥ এখন হবে না, দাদা এসে পড়বে।

কেতো ॥ দাঁড়াও [চলে গেল ছুটে, ভোলা চা খাইতে লাগিল। কেতো দৌড়ে ফিরে এল]

কেতো ॥ দাদা দোকানে বসে চা খাচ্ছে, এই বেলা চট করে তুলে দাও, তোমার পায়ে পড়ি দাদা—

ভোলা ॥ আরে দাদা এখুনি এসে পড়বে, আরেকদিন তুলে দেবো—

কেতো ॥ আরেকদিন করে করে কতদিন হয়ে গেল, আমি পরশু বাড়ী চলে যাবো দাদা, ছবিটা নিয়ে বাড়ীতে দেখাবো।

ভোলা ॥ (গম্ভীর হয়ে) আমার চায়ে চিনি দিসনা কেন ?

কেতো ॥ এবার থেকে বেশী করে দেবো দাদা, ৪।৫টা কিরি চা খাইয়ে দেবো।

ভোলা ॥ বিস্কুট দিতে হবে।

কেতো ॥ দেবো দাদা, বিস্কুট, লজেন্স সব দেবো—শুধু একটা ছবি তুলে দাও—

ভোলা ॥ আর একবার দেখে আয়, দাদা কি করছে—

[কেতো ছুটলো। ভোলা ক্যামেরার দিকে যেতে যেতে]

সবে শিখছি একটু একটু—দেখাই যাক্—

[কেতো এল]

কেতো ॥ তোমার দাদা এখন লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চা খাচ্ছে—

ভোলা ॥ নে, তাড়াতাড়ি নে [ক্যামেরা আনিয়া রাখিল] ওদিক যা, ক্যামেরার সামনে focus-টা করে নিই। [মাথায় কালো কাপড় চাপা দিল, কেতো সামনে দাঁড়ালো]

কেতো ॥ আমায় দেখতে পাচ্ছো ?

ভোলা ॥ চুপ কর ! [মাথায় কালো কাপড় সরাইয়া ক্যামেরায় কি করিতে লাগিল তখন কেতো বলিল]

কেতো ॥ দাদা, আমি একবার দেখবো মাথায় কালো কাপড় দিয়ে—।

ভোলা ॥ [কাজ করিতে করিতে] তাড়াতাড়ি—

[কেতো কালো কাপড়ের ভেতর ঢুকিয়া অনেকক্ষণ কি দেখিল তারপর কালো কাপড় সরাইয়া বলিল]

কেতো ॥ দাদা কই, আমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না ?

ভোলা ॥ (রেগে ও হাসিয়া) পাঁঠা যা ওখানে যা—

[কেতো দাঁড়াইল, ভোলা focus করিতে যাবে এমন সময় কি ভাবল] এই দাঁড়িয়ে হবে না, শুয়ে পড়।

কেতো ॥ এ্যাঁ—

ভোলা ॥ নে নে তাড়াতাড়ি নে [কেতো শুইয়া পড়িল একটা চৌকিতে] চোখ বুঁজে রাখ—

কেতো ॥ চোখ বুজে ?

ভোলা ॥ নইলে বার বার চোখের পাতা পড়বে, focus করা যাবে না। [focus করিতে লাগিল]

কেতো ॥ আমি শুয়ে ছবি তুলব না—

ভোলা ॥ আরে গাধা, শোয়ানো ছবিটাকে ঘুরিয়ে নিলেই তো দাঁড়ানো হয়ে যাবে—বকাসনি, দাদা এসে যাবে [focus করিতে লাগিল] তুলছি—[কেতো চোখ বুঁজিয়া উঃ! ক্লিক করিয়া আওয়াজ হইল] হয়ে গেছে যা পালা—

[জানালা দিয়ে রাণী উঁকি মারিতেছে]

কেতো ॥ উঃ কি ছারপোকা (চুলকোতে, চুলকোতে) দাদা, শুয়ে তুললুম, আমাকে মরা মনে হবে না তো—

ভোলা ॥ তুই তো আর মরা নোস্—যা এখন পালা—

কেতো ॥ ছবিটা কবে পাবো ?

ভোলা ॥ কাল পরশু পেয়ে যাবি। চুপিচুপি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবি। যা—[কেতো ছুটিল, ভোলা ক্যামেরা ঠিক করে রাখছে]

রাণী ॥ আমি বাবা তোমার কাছে ছবি তুলছি না, যা ছবি তোলার ঘটা দেখলুম—!

ভোলা ॥ (ক্যামেরা রাখিতে রাখিতে) ঠিক আছে, তুলতে হবে না।

রাণী ॥ (হাসিয়া) না না তুলবো, তবে কেতোর মত শুধু চোখ বুঁজে শুয়ে তুলবো না, এই রকম জিভ বার করে তুলবো। মা কালীর pose দেখল।]

ভোলা ॥ আহা, সাক্ষাৎ মা কালীরে—

রাণী ॥ তুমি যেমন বোম্ ভোলানাথ—

ভোলা ॥ (ঘাড় ঘুরাইয়া) কি বল্লি ?

রাণী। (ভোলার চোখে চোখ রাখিয়া, জিভ কাটিয়া) ওমা····
(পালাইল)

[ভোলা জোরে হাসিয়া উঠিল]

ভোলা। কি বল্লি, আর একবার বলে যা—সকাল বেলায়—

[নীলমণির পেছনে প্রবেশ]

নীল। সকাল বেলায় কি ?

ভোলা। সকাল বেলায় বড় গরম।

নীল। পুরুতের মেয়েটা এখানে কি করতে আসে ? দু-চোখে দেখতে পারি না।

ভোলা। পুরুত কাকা ডাকতে পাঠায়—

নীল। তোকেই বা ডেকে পাঠায় কেন ? দাঁড়া, পুরুতকে বলে ঐ মেয়ের খিঙ্গিপনা বার করছি—আমাকে দেখলে অমনি ফুড়ুৎ করে সরে পড়ে।

ভোলা। তোমাকে বড্ড ভয় করে—

নীল। আর তোমাকে খুব ভক্তি করে—

[বিকাশ ঝড়ের মত ঢোকে]

বিকাশ। দাদা, একটা ছবি তুলে দিতে হবে—

ভোলা। কোয়াটার সাইজ—(স্লেট বলে)

বিকাশ। টাকার জন্তে কিছু ভাববেন না একটু তাড়াতাড়ি।

নীল। কিসের জন্তে ভাববো ?

বিকাশ। না, বলছিলুম···

নীল। (কথার ওপরেই) কিসের জন্তে ভাববো ?

বিকাশ॥ টাকার কথা বলছিলুম····

নীল॥ কিসের জন্যে ভাববো····

বিকাশ॥ বলছি তাড়াতাড়ি যদি।

নীল॥ কিসের তাড়াতাড়ি, আপনার তাড়া আছে আমাদের নেই! আমাদের নিয়ম আছে।

বিকাশ॥ বেশ তো, নিয়মটাই বলুন তাড়াতাড়ি।

নীল॥ (ইসারা করিয়া ভোলাকে দেখাইয়া বলিল) Assistant!

ভোলা॥ আগে Advance দিন আমি বিল লিখি, তারপর যাবো, বস্তি দেখবো, তারপর ছবি—

বিকাশ॥ আমি বলছিলুম টাকাটা যদি ওখানেই সব দিয়ে দিই···

ভোলা॥ (ইসারা করিয়া নীলমণিকে দেখাইয়া বলিল) বড়বাবু!

বিকাশ॥ আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না।

ভোলা॥ আপনি নতুন বুঝি?

বিকাশ॥ হ্যাঁ।

ভোলা॥ ঠিক আছে, দু-চারবার যাতায়াত করলেই ঠিক হয়ে যাবে!

বিকাশ॥ আপনার বড়বাবুকে একটু বলুন না, উনি বড্ড রেগে গেছেন।

নীল॥ রাগবোনা, রাগবার কথা বল্লেই রাগতে হয়। আপনি ঢুকেই বল্লেন টাকার জন্যে ভাববেন না, দুনিয়া শুদ্ধু লোক যা দিনরাত ভাবছে আপনি সেইটেই ভাবতে বারণ করলেন।

বিকাশ ॥ থাকগে দাদা, আপনি চলুন, আমি ওখানে গিয়ে সব টাকা দিয়ে দেবো।

নীল ॥ ক্যামেরায় হাত দেবার আগে সব টাকা দেবেন তো ?

বিকাশ ॥ টাকা না পেলে হাত দেবেন না।

নীল ॥ ক্যামেরায় হাত দেবার আগে সব টাকা দেবেন ?

বিকাশ ॥ বলছি তো টাকা না পেলে হাত দেবেন না।

নীল ॥ আপনি পরিস্কার আমার কথার উত্তর দিন, ওসব পেঁচিয়ে কথা বলবেন না।

বিকাশ ॥ ক্যামেবায় হাত দেবার আগে সব টাকা দেবো।

নীল ॥ (হাত জোড় করে) কিছু মনে করবেন না, অনেক ঠকে ঠকে তবে মড়ার ব্যাপারে কড়া হয়েছি, যার ছবি তুল্লুম সে তো পুড়িয়েই গেলো, যারা ছবি তুলতে নিয়ে গেলো, তারা বল হরি বলে পালিয়ে গেল।

বিকাশ ॥ না, না দাদা, আপনি নিশ্চিন্তে চলুন।

নীল ॥ (উঠলো। ওদিকে ভোলাও ক্যামেরা নিয়ে রেডি) না না, এ রকম হয়। (যাইতে যাইতে) নইলে আপনি আমার খদ্দের আপনি এখানে যাতে বার বার আসেন আমি তাইতো চাইবো।

[নীলমণি ইসারা করলো, ভোলা camera নিয়ে চলে গেল]

[মঞ্চ অন্ধকার হল তারপর আলো জ্বললে দেখা গেল—খালিঘর পড়ে আছে—। নীলমণি, ভোলা কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে এসে ঢুকলো। ভোলা ক্যামেরাটা ঠিক করিয়া রাখিল]

ভোলা ॥ মেয়েটা আইবুড়ো, না দাদা ?

নীল ॥ আইবুড়ো তো কি হবে ?

ভোলা ॥ না বলছিলুম জোয়ান বয়সে মেয়েটা ম'রে গেল। বিয়ে থা ক'রে ঘর সংসার করতে পারতো তো—!

নীল ॥ তা তো পারতো—(কাজ করিতে করিতে) তোর দেখছি আজকাল মেয়েছেলে দেখলেই দরদটা বড্ড উথলে উঠছে। খুব সাবধান—

ভোলা ॥ না দাদা. এই রকম দেখলে বড্ড মায়া হয়।

নীল ॥ বেশী মায়া ভাল নয়, বেশী মায়া ভাল নয়—বুঝি বুঝি সব বুঝি—তুই একটা বিয়ে করে ফেল ভোলা, তোর তো এখন বে'র বয়স আছে—।

ভোলা ॥ বড্ড ভয় হয় দাদা !

নীল ॥ কিসের ভয়—

ভোলা ॥ বৌটা যদি দুম ক'রে দু-একটা ছেলেপুলে রেখে মরে যায় ?

নীল ॥ আমি ছবি তুলে দেবো—

ভোলা ॥ ছেলেপুলেগুলোর কি হবে—

নীল ॥ কেউ ভোলা, কেউ নীলমণি হবে !

[ভোলা জোরে হাসিয়া ওঠে]

ভোলা ॥ তুমি যে কী বল দাদা, তার ঠিক নেই। না দাদা, এই মেয়েটার মুখটা বড্ড করুণ মনে হচ্ছিল।

নীল ॥ খুব মনঃকষ্টে মারা গেছে মনে হয়—

ভোলা ॥ কেন ?

নীল ॥ দেখ ভোলা—আমি ক্যামেরায় চোখ দিয়ে একবার

দেখলেই ঠিক ভেতরের খবর ধরে ফেলি। মেয়েটা খুব গুমরে গুমরে মরেছে, কিন্তু মরার খুব ইচ্ছে ছিলো না।

ভোলা॥ মরার আবার কার ইচ্ছে থাকে, দাদা!

নীল॥ থাকে....থাকে....দেখবি এক একটা বডির মুখ কি সুন্দর দেখায়, যেন খুব শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, কাল রাত্তিরে যে বৌটা এল, দেখেই মনে হয় ম'রে খুব শান্তি পেয়েছে।

ভোলা॥ আচ্ছা দাদা, এ মেয়েটাকে দেখে তোমার কেন মনে হচ্ছে মরার খুব ইচ্ছে ছিল না!

নীল॥ কেন মরার ইচ্ছে ছিল না, সে অনেক কারণ হতে পারে। আরও দিন কতক যাক্, দেখবি তুইও বলে দিতে পারবি ক্যামেরার চোখ দিয়ে।

[দুটি শ্মশান যাত্রী ভবেশ ও বিকাশ-এর প্রবেশ]

ভবেশ॥ আমার ছেড়ে দে ছেড়ে দে!

বিকাশ॥ তুই চুপ করে বস এখানে, দাদা ছবিটা....

নীল॥ একটু দাঁড়ান, ছবিটা একটু দেখে দিই।

বিকাশ॥ কতক্ষণ সময় লাগবে?

নীল॥ দু-মিনিট্।

[ওরা বসিল, নীলমণি ভিতরে ঢুকিয়া গেল]

ভোলা॥ কি অসুখ করেছিলো?

ভবেশ॥ (হঠাৎ) ওকে মেরে ফেলেছে।

বিকাশ॥ কি হচ্ছে, ভবেশ?

ভবেশ॥ কি আবার হবে! তোমরা সবাই মিলে ওকে মেরে ফেলেছ বিকাশ!

বিকাশ ॥ আবার তুই এসব কথা বলছিস ভবেশ !

ভবেশ ॥ কেন বলবো না, একশোবার বলবো, কেন তুই আমাকে জানাস্‌নি ওর অসুখ করেছিল····

বিকাশ ॥ ওর মাসিমা মেসোমশাইকে তো তুই চিনিস্‌····আমি ওর কাকা হ'লে কি হবে আমার সঙ্গে দেখাই করতে দিতো না—

ভবেশ ॥ (ভোলাকে) জানেন মশাই, বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছিলুম : আমি শুধু কিছু টাকা জোগাড় করতে বাইরে গেছলুম, এসে শুনি মারা গেছে, আমি দেখে নিতুম মাসি মেসোকে, কি ক'রে এইবিয়ে আটকাতো !

ভোলা ॥ হঠাৎ মারা গেল ?

বিকাশ ॥ আমি কিছুই বলতে পারছি না···· ।

ভবেশ ॥ তুই সব জানিস্‌ বিকাশ, আমি মেসোমশাইকে পুলিশে ধরাবো, আমি পুলিশে গিয়ে বলবো ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে········

ভোলা ॥ পুলিশে খবর দিলে বাছাধন টেরটি পাবে···

নীল ॥ (Dark room থেকে) ভোলা তুই চুপ করবি ।

বিকাশ ॥ ওসব বাজে কথা রাখ্‌····

ভবেশ ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) কিসের বাজে কথা, (কাঁদিয়া) কেন তোরা অমিতাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলি, তুই সত্যি ক'রে বল বিকাশ, তুই জানিস না ?

বিকাশ ॥ ভবেশ, আমি সত্যি বলছি, তুইতো জানিস আমি বেকার, চাকরি-বাকরি নেই তাই মাঝে মাঝে মেসোমশাইকে

ধরতুম। তারপর এই ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন তো আমাকে বাড়ীতে ঢুকতেই দিতো না, অমিতার অসুখের খবর তো আমি ২।৩ দিন আগে জেনেছি।

ভবেশ ॥ আমি বডি পোড়াতে দেবো না, পোষ্টমর্টেম করাবো, পুলিশে গিয়ে বলব ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে —(যাইতে উদ্যত)

বিকাশ ॥ ছেলেমানুষি করিস্ নি ভবেশ···

ভবেশ ॥ কিসের ছেলেমানুষি ! মাসিমা মেসোমশাই মানুষ করেছে ব'লে তাদের মেরে ফেলার কোন অধিকার নেই···কোন অধিকার নেই····।

[ছুটে বেরিয়ে গেল, বিকাশও বেরিয়ে গেল—নেপথ্যে ভবেশ····ভবেশ]

ভোলা ॥ দাদা····(নীলমণি Dark room থেকে দেরী করে বেরোয়)

নীল ॥ কি ?

ভোলা ॥ এত দেরী কচ্ছিলে কেন ?

নীল ॥ ইচ্ছে ক'রে, তুই ফোড়ন কাটছিল কেন ?—এ সব ব্যাপারে খবরদার কোন কথা বলবি না। (দুজনে bench-এ বসে) এ case খুব ঘোরালো case।

ভোলা ॥ খুব ঘোরালো case !

নীল ॥ কি যে হয় কিছু বলা যায় না

ভোলা ॥ কি যে হয় কিছু···

নীল ॥ আঃ চুপ করো—(বিরক্ত হয়) যা একটা চা বলে দে।

[ভোলার প্রস্থান]

নীল ॥ দুনিয়াটা যা দিনকে দিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে....

[অনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ]

ভদ্র ॥ দুজন ছোকরা এখানে এসেছিল, কোথায় গেল বলতে পারেন ?

নীল ॥ ঝগড়া করতে করতে বেরিয়ে গেল।

ভদ্র ॥ আচ্ছা কি নিয়ে ঝগড়া করছিলো....

নীল ॥ আমি অত শুনিনি, নিজের কাজেই ব্যস্ত ছিলাম।

ভদ্র ॥ না, আপনি যখন photo তুলতে গিছলেন, তখন আমি ছিলুম না, পরে এসে শুনলুম ওরা আপনার কাছেই এসেছে, ছবি ওদের হাতে দেবেন না, ছোটলোক্,ছোটলোক্···মেয়েটার সর্বনাশ করে সরে পড়লো, এখন বলছে, আমি মেরে ফেলেছি···

নীল ॥ আপনি কে মশাই ?

ভদ্র ॥ মেসোমশাই। আরে মশাই মা-বাবা মারা যাবার পর আমি কোলে পিঠে ক'রে মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করলুম, আর বলে কিনা, আমি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছি !···ছোটলোক্, ছোটলোক্, ওটাকে জেলে পুরে তবে ছাড়বো ! আপনি দয়া ক'রে আমার একটাউপকার করবেন ?

নীল ॥ কি ?

ভদ্র ॥ ঐ যে দু-জন ছোকরা এসেছিলো, তার মধ্যে বিকাশ যার নাম, একটু ডেকে নিয়ে আসবেন, আমি আছি বলবেন না, যেন আপনারই দরকার।

নীল॥ তারা কোথায় ?

ভদ্র॥ ঐ মোড়ের খাবারের দোকানটায় মনে হোল ওরা বসে আছে।

নীল॥ বিকাশ ?

ভদ্র॥ হ্যাঁ, সম্পর্কে আমার ভাই—দয়া ক'রে একটু ডেকে নিয়ে আসুন না।

নীল॥ কিন্তু ভোলাটা না এলে····

ভদ্র॥ আমি তো আছি, আপনার কোন ভয় নেই····একটু তাড়াতাড়ি যান দয়া করে, আমার বড় বিপদ।

নীল॥ আপনার বিপদ সামলাতে গিয়ে, আমি বিপদে পড়ি আর কি ?

ভদ্র॥ আপনার কোন বিপদ হবে না। আমি তো আছি।

নীল॥ কোন বিশ্বাস নেই, এসে দেখবো আপনিও নেই, দোকানও নেই····

[হঠাৎ ভোলাকে দেখিয়া]

ঐ যে ভোলা এসে গেছে! ভোলা, তুই একটু বোস আমি এক্ষুণি আসছি···

ভোলা॥ চা বলে দিয়েছি দাদা···

নীল॥ আসছি এক্ষুণি, আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।

[দ্রুত প্রস্থান]

[ভদ্রলোক নীলমণিকে দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন]

রাণী॥ (দ্রুত আসিয়া) কি হয়েছে ভোলাদা! এত গোলমাল কিসের ?

ভোলা ॥ আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না···

রাণী ॥ বাবা বলছে মেয়েটাকে নাকি মেরে ফেলেছে, শুনে আমার যা ভয় কচ্ছিলো···

ভোলা ॥ যাও পালাও, খুব গোলমাল হবে মনে হচ্ছে····

রাণী ॥ তুমি যেন এই গোলমালের মধ্যে থেকো না···

ভোলা ॥ দেখি কি হয়···এখন যা পালা····

রাণী ॥ যাচ্ছি, যাচ্ছি, ভাল কথা····কাল সিনেমা যাবার কথা মনে আছে তো····

ভোলা ॥ আছে আছে ··এখন····পালা, পালা—

রাণী ॥ যাচ্ছি, যাচ্ছি, ভাল কথা, সিনেমার টিকিট কাটতে ভুলো না যেন।

ভোলা ॥ যা তাড়াতাড়ি পালা····

রাণী ॥ যাচ্ছি····কিন্তু তুমি এর মধ্যে থাকবে না, শ্মশান কালীর দিব্যি দিয়ে গেলুম। [প্রস্থান]

ভদ্র ॥ (pause) আপনাদের দোকানে একটু আগে খুব গোলমাল হচ্ছিলো ?

ভোলা ॥ আর বলবেন না মশাই, যত রাস্তার ঝামেলা ঘরে, গোলমাল বলে গোলমাল, এখনওতো হচ্ছে···আপনি শোনেন নি কিছু ?

ভদ্র ॥ ঐখানে কিছু কিছু শুনছিলুম।

ভোলা ॥ আরে মশাই, ঐ মেসোটাই হচ্ছেএকে নম্বরের বদ্‌মাইস্। বেটাকে জেলে দেবে শুনে, বেটা পালিয়েছে, ঐ রকম লোকের জেল হওয়াই উচিৎ। আমি যদি হতুম এক ঘুঁষিতে ঐ

মেসোর নাক ডুবড়ে দিতুম, চামার, ছোটলোক কোথাকার···

ভদ্র ॥ আপনি ব্যাপারটা সব জানেন···

ভোলা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সব জানি····

ভদ্র ॥ তবে আমার মনে হয়, মেসোমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলে আসল ব্যাপারটা হয় তো···

ভোলা ॥ আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান, সে মেসো কি আর আছে—সে তো পালিয়েছে, দোষী না হলে কি বেটা পালাতো ?

ভদ্র ॥ না, সে পালায় নি।

ভোলা ॥ (খুব উৎসাহে) পালায়নি ? কোথায় বলুন তো ? সে শালাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি পেলে একেবারে····

ভদ্র ॥ আপনার সামনে···

[আঙুল দিয়া নিজেকে দেখাইল। ভোলা যেন হঠাৎ ভূত দেখিল, দেখিয়াই—"দাদা, দাদা, ও দাদা"—বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

ভদ্র ॥ (pause. টেবিলের ওপর ঘুষি মারিয়া) আমার নামে সব রটানো হচ্ছে, আচ্ছা আমিও দেখে নেবো····(পায়চারী করিতে লাগিল)

[নীলমণি বিকাশকে সঙ্গে লইয়া আসিল]

মেসো ॥ এই যে বিকাশ, এদিকে এস····

বিকাশ ॥ কি বলুন ?

মেসো ॥ এটা কি ভালো হচ্ছে? শ্মশানে এসে আমাকে বিপদে ফেলতে চাও?

বিকাশ ॥ আমি কি করলুম দাদা?

মেসো ॥ তুমিই ভবেশকে উত্তেজিত করেছো!

বিকাশ ॥ আমি? কি বলছেন আপনি····

মেসো ॥ থাম থাম, আমি তোমায় বলে দিচ্ছি বিকাশ, তোমাকেও আমি জেল খাটাবো।

বিকাশ ॥ জেল খাটাব! মানে···আপনি কি ভেবেছেন আমাকে, জানেন আপনাকেও এখন জেল খাটাতে পারি, আমিই শুধু ভবেশকে ঠেকিয়ে রেখেছি।

মেসো ॥ শুনছেন, শুনছেন কথাটা, আমাকে জেল খাটাবে!

বিকাশ ॥ নিশ্চয়ই, এক্ষুণি পুলিশে খবর দিলে, body আটকে দেবে····সে খেয়াল আছে আপনার?

মেসো ॥ আটকাগ দেখি body, কত পুলিশের ক্ষমতা! মেয়েটার সর্বনাশ ক'রে এখন শ্মশানে এসে হুজ্জুতি!

বিকাশ ॥ সর্বনাশ তো আপনি করেছেন, আপনি কেন ভবেশের সঙ্গে বিয়ে দিলেন না?

মেসো ॥ সেটা আমার খুশি, এ্যাঃ একপয়সা রোজগার নেই তার সঙ্গে দেবো মেয়ের বিয়ে···আরে মশাই আমি কত বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্লুম, একটা চাকরি বাকরির জোগাড় কর, তারপর না হয় চিন্তা করা যাবে।

বিকাশ ॥ মিথ্যে কথা বলবেন না····

মেসো ॥ আমি মিথ্যে কথা বলছি?

বিকাশ ॥ আলবৎ! আপনি মিথ্যেবাদী!

মেসো ॥ মুখ সামলে কথা বলবে····

বিকাশ ॥ আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন····

মেসো ॥ একটি চড়ে তোমায় ঠাণ্ডা ক'রে দোবো।

বিকাশ ॥ মেরে দেখুন একবার।

মেসো ॥ (তেড়ে) তবে রে stupid!

[ভোলা দৌড়ে ঢোকে]

ভোলা ॥ দাদা, দাদা, পুলিশ····

মেসো ॥ কোথায়?

ভোলা ॥ আপনার বডির কাছে।

বিকাশ ॥ নিন্, এবার সামলান।

মেসো ॥ আসুক পুলিশ, আমি দেখছি তারপর! [দ্রুত প্রস্থান]

বিকাশ ॥ ছবি আপনি কাউকে দেবেন না, কাউকে দেবেন না। আমি এখানে আগুন জ্বালিয়ে ছাড়বো····

নীল ॥ বাইরে দাদা বাইরে। গরীবকে পুড়িয়ে কি লাভ····

ভোলা ॥ পুলিশ নাকি বলেছে লাস্ পোড়াতে দেবে না।

বিকাশ ॥ তাই নাকি! এইবার মেসো··· [দ্রুত প্রস্থান]

ভোলা ॥ দাদা, কি হবে?

নীল ॥ একটা ঝঞ্ঝাট হবে বোলে মনে হচ্ছে। ঐ মেসোটাই বদমাইস।

ভোলা ॥ আরে দাদা, এক কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে, মেসোকে তো আমি চিনতুম না, একটু আগে যা-তা বলে দিয়েছি।

নীল ॥ সে যাগ্‌গে····। কিন্তু এখন ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াবে

তাই ভাবছি···পুলিশ যেকালে এসেছে ও লাস্ কিছুতেই ছাড়বে না····

ভোলা ॥ মেসোও লাস্ ছাড়বে না, ওদিকে ছোঁড়া ছটোও লাস্ ছাড়বে না, পুলিশও লাস্ ছাড়বে না, শেষকালে লাস্ নিয়ে একটা টানাটানি হবে (হাসে) অথচ মজা দেখো যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে কিছুই জানতে পারছে না···দিব্যি শুয়ে আছে।

নীল ॥ মেয়েটাও খারাপ ছিল।

ভোলা ॥ কেন দাদা ?

নীল ॥ শুনছি নাকি মেয়েটার নাকি—থাক্ ওসব কথা শুনে তোর লাভ নেই—

ভোলা ॥ আমি জানি দাদা।

নীল ॥ কি ?

ভোলা ॥ মেয়েটার নাকি····থাক্ ওসব কথা তোমাকে বলা যায় না····

নীল ॥ থাক্, আর বলতে হবে না। আমি সব জানি তবে এখন ভাবছি ছবিটা না তুল্লেই হোতো, পুলিসের ঝঞ্ঝাট শেষ কালে না পোয়াতে হয়। শোন, যদি পুলিশে কিছু জিজ্ঞাসা করে বলবি কিচ্ছু জানি না····

ভোলা ॥ এই মরেছে পুলিস আসবে ?

নীল ॥ আসতেও পারে।

ভোলা ॥ কি জিজ্ঞাসা করবে ?

নীল ॥ অনেক রকম জিজ্ঞাসা করতে পারে, (পুলিশী জিজ্ঞাসার মত) বডিটা কখন এসেছে ?

ভোলা ॥ (বেশ ভারীকি চালে) জানি না তো ।

নীল ॥ কখন জানতে পারলে ?

ভোলা ॥ যখন ছবি তুলতে এল ।

নীল ॥ পুলিশের সঙ্গে এভাবে কথা বলে না । এতো মনে হচ্ছে যেন তুমিই পুলিশ অফিসার ।

ভোলা ॥ কিভাবে বলব ?

নীল ॥ একটু নরম করে. কখানা ছবি তুলেছিলে ?

ভোলা ॥ আজ্ঞে দু-খানা ।

নীল ॥ কি রকম কি রকম pose-এ ?

ভোলা ॥ ঐ একই চিৎপটাং pose-এ ।

নীল ॥ বডিটা দেখে তোমাদের কিছু মনে হয়েছিল ?

ভোলা ॥ মরা....

নীল ॥ এ ছাড়া আর কিছু ?

ভোলা ॥ আর আবার কি মনে হবে ?

নীল ॥ বডি দেখে মেয়েটির ছেলেপুলে হবার কোন লক্ষণ....

ভোলা ॥ ওসব দাদা জানে....

নীল ॥ এর বেলা দাদা জানে ? বেশ তো টুকটুক করে বলছিলে আর এর বেলায় দাদা জানে ? খবরদার ভোলা, কোন কথা বলবি না....বলবি কিছু জানি না, শুধু photo তুলে দিয়েছি.... ছেলে হবে, কি মেয়ে হবে. ওসবে আমাদের দরকার নেই ।

ভোলা ॥ ঠিক আছে দাদা, যা বলবার তুমিই বোলো, আমি কি

বলতে কি বলে ফেলবো। আমার মাথা ঘুরছে, ওদিকে নেপালবাবুর পিসিমার মুণ্ড নেই, এদিকে আমাদের মুণ্ডু যায় যায়।

[দুটি যুবকের প্রবেশ—ফক্কবাজ বলতে যাহা বুঝায় তাহাই]

দু-জনে ॥ (বিকৃত কণ্ঠে) বল হরি···

নীল ॥ কি চাই ?

নিমাই ॥ সে চলুন তো দাদা, একটা ফটো খিঁচে দেবেন। (বলিয়াই camera ধরিল)

ভোলা ॥ আঃ, এ কি করছেন। কথাবার্ত্তা বলে নিন্!

নিতাই ॥ সে কথাবার্ত্তায় কি আছে ? আগে ফটোটা তুলে দিন্!

নীল ॥ ফটো তো তুলবো, আমাদের rate-টা শুনে নিন্।

ভোলা ॥ ¼ size ৮ টাকা, ½ size ১২ টাকা, ফুল size ১৬ টাকা।

নিমাই ॥ আবে নিতাই, এ ক্যাস্তুর চেয়ে বেশী দাম বে····

নিতাই ॥ দাদা, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন মাচ্ছেন মাইরি ? ফুল size-টা একটু কমিশন ক'রে দিন।

নীল ॥ কমিশন কমিশন হবে না।

দুজনে ॥ আবিশ্বাস্!

ভোলা ॥ এর চেয়ে কম হলে, আমাদের কি থাকবে বলুন ?

নিতাই ॥ আপনাদের তো সে সব থাকবে কিন্তু আমাদের কথা একবার ভাবুন, একে তো শালা ঠাকুমা চোট্ দিয়ে গেল তার ওপর আপনারা দেবেন মাইরী!

নীল ॥ তার মানে ?

নিতাই ॥ সে আর বলবেন না মাইরী, মরার আগে পর্যন্ত বুড়ি চেল্লালে ৩০০টি টাকা আছে, ৩০০টি টাকা আছে....আর ঠিক মরার সময় বল্লো সে ভুল হয়ে গেছে, টাকাটা খরচা হয়ে গেছে ·· দেখুন দেখি কি শয়তানীটা করলো !

নিমাই ॥ এখন আমাদের cash ভেঙ্গে সব করতে হচ্ছে।

ভোলা ॥ তাহলে এটাও করুন।

নিতাই ॥ মাণিক রে!

নিমাই ॥ নদের চাঁদ!

[দুজনে shake ও tuist এর সাথে গাইতে লাগিল চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে]

নীল ॥ আমাদের রেট্, বাঁধা....তোমরা অন্য ব্যবস্থা করগে।

নিমাই ॥ সে কি দাদা....আমরা কি মরা বুড়িকে কাঁধে নিয়ে শিব যেমন সতীকে নিয়ে ঘুরেছিল....ঘুরবো? (শিব সতী কাঁধে শিবের নৃত্যের ভঙ্গি করে)

নীল ॥ একি হচ্ছে কি আমাদের রেট্ একবারে বাঁধা।

নিমাই ॥ একটু খুলে দিন না দাদা।

ভোলা ॥ (হেসে) কি বলছে, দাদা?

নিতাই ॥ ঠিকই বলেছে দাদা···চলুন চলুন আর সময় নষ্ট করবেন না, বুড়ি হয়তো নিজেই উঠে আসবে, ওর খুব সখ ছিল একটা photo তোলার।

নিমাই ॥ আরে মরার সময় তুইতো ছিলি না যে তোকে বলে কি হবে? জানেন দাদা আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে (ভোলার গলা জড়িয়ে ধরে ভোলা ছাড়িয়ে দেয়) ভেউ ভেউ করে

কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, নিমাইরে তোর ঠাকুমার একটা শেষ ফোটো তুলে দিস্ বাবা....

ভোলা ॥ বুড়ি কিছু পয়সা রেখে গেলেই পারতো—

নিতাই ॥ মাইরী! দাদা, দেরী করলে লাস্ পোচে উঠবে; একেই যা ফুলেছে, ঠাকমা বলে চেনাই যাচ্ছে না—

নীল ॥ কিন্তু—

নিমাই ॥ আর কিন্তু নয় দাদা, সে একটা ক্লিক্ ক'রে দিন,—বেশ আমি কথা দিচ্ছি, এবারে একটু কম করুন সে পরের বারে পুষিয়ে দেবো, আমার জ্যাঠামশাই খুব শিগ্‌গির টাঁসবে, খুব শাঁসালো পার্টি।

ভোলা ॥ কবে জ্যাঠামশাই মরবে তার ঠিক নেই—

নিতাই ॥ এই পিড়িং কাটছেন কেন মাইরী, দু-চার দিনের মধ্যেই পার্টি চলে আসবে!

নীল ॥ একটা টাকা কমাতে পারি···কি বলিস্ ভোলা?

নিমাই ॥ দাদা, আমি একটা কথা বলি?

নীল ॥ কি?

নিমাই ॥ সে পাঁচটা টাকা দোবো দাদা, সে full size তুলে দিন।

নীল ॥ পাঁচ টাকায় কখনো full size photo হয়?

নিমাই ॥ দাদা, সে আমার বিয়ের ফটো চার টাকায় তুলেছিলুম এই রকম করে (নিতাইয়ের কাঁধে হাত দিয়ে দেখায় ও দুজনে উলু দেয়)

নীল ॥ মরার ফটো ঐ টাকায় হয় না।

নিতাই ॥ কেন নির্দ্দয় হচ্ছেন মাইরী—বলছি জ্যাঠামশাইয়ের

বেলায় পুষিয়ে দোবো। তাছাড়া অনেক ভালো ভালো পার্টি আমাদের হাতে আসে।

ভোলা ॥ বেশ, একটা ভালো পার্টি নিয়ে আসুন তখন না হয় দাদা কিছু কমাতে পারে।

নিমাই ॥ (চিবুকে হাত দিয়ে) আমার নীলমণিরে—

ভোলা ॥ এই, ওটা দাদার নাম....

নিমাই ॥ (নীলমণীকে) সে ক্ষেমাঘেন্না কোরে এটা লড়িয়ে দিন না....

ভোলা ॥ বল্লুম তো, একটা ভালো পার্টি নিয়ে এলে দাদা কিছু কমাতে পারে।

নিতাই ॥ আবে এখন ভালো পার্টি আনতে গেলে তো আমার জ্যাঠামশাইকে মেরে নিয়ে আসতে হয়।

ভোলা ॥ তাই নিয়ে আসুন—

নিতাই ॥ চুপ বে....তখন থেকে পিড়িং কাটছে, দেবো এক ঠুলো, খোমা পাল্টে দোবো...

[ভোলা ভয় পাইয়া নীলমণির পিছনে সরিয়া গেল]

নিমাই ॥ পাঁচ টাকায় ছবি তুলবে কিনা বলো...নইলে শালা ক্যামেরাকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে দোবো।

নীল ॥ জোর নাকি !

নিতাই ॥ আলবৎ জোর...তখন থেকে ভালো কথায় বলছি, তোল ক্যামেরা নিমাই, আমরা নিজেরাই ছবি তুলবো বে।

[নিমাই ক্যামেরার কাছে আসে, ভোলা ও নীলমণি রুখে দাঁড়ায়]

ভোলা। খবরদার, ক্যামেরায় হাত দিও না বলছি—

নিমাই। সে ছবি না তুলে নিশ্চয়ই দোবো....আরো সব আছে ডাকবো ?

নীল। (চেঁচিয়ে) তোমরা জুলুম করবে ? আমরা যাবো না ফটো তুলতে—

নিতাই। নিমাই, ওঠা ক্যামেরা—

নীল। না, দোবো না।

নিমাই। চুপ কর বে। ডাকব লম্বা বক্কাকে বাইরে আছে।

[খানিকটা চিৎকার ধস্তাধস্তির মধ্যে হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাব, পেছনে মেসোমশাই। ভোলা dark roomএ পালিয়েছে]

ভোলা। দাদা, পুলিশ—

নীল। (Inspectorকে দেখিয়া) দেখুন স্যার, দেখুন, দিনে দুপুরে ডাকাতি···জোর করে ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

Ins। কি হয়েছে কি ?

নিমাই। দেখুন , : ৫· ফটো তুলতে বলছি, কিছুতেই তুলবে না।

নীল। আমাদের যা rate তা দেবে না....বলছে ৫ টাকায় full size তুলে দিতে হবে।

নিতাই। সে আপনি বলুন, অ্যাভ্র চেয়ে মরায় বেশী রেট কেন নেবে ?

Ins.। কত রেট আপনাদের ?

নীল। ভোলা—

ভোলা ॥ (dark room থেকে) ¼ size ৮ টাকা, ½ size ১২ টাকা, ফুল ১৬ টাকা।

নীল ॥ বেরিয়ে আয় না।

[ভোলা মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া আসিল]

Ins. ॥ ঠিক আছে, ঐ ½ sizeটা তুলে দিন ৬ টাকায়।

নীল ॥ ওরা full size চাইছে ৫ টাকায়।

নিতাই ॥ Sir, ঠাকুমার একটা বাসনা ছিল—

নিমাই ॥ আমাদের গলা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলো… ওরে নিমু, ওরে নিতু, কিচ্ছু না করিস, একটা বড় size-এর ছবি তুলে দিস্ গঙ্গার ঘাটে।

Ins. ॥ শোন, বড় size-এর হবে না, যদি ½ size হয় এদের ৫ টাকায় তুলে দিতে বলছি।

নিতাই ॥ এমন মুস্কিলে ফেল্লেন sir, ঠাকুমাটা বেঁচে থাকলে জিজ্ঞেস ক'রে নিতুম্।

Ins. ॥ বাজে বোকো না যাও যাও, ঐ ½ sizeই তুলে নাও। এখন তোমরা একটু বাইরে যাও, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।

নিমাই ॥ ঠিক আছে, আপনি কাজ সেরে নিন, আমরা এখন হড়কে যাই, চল রে নিতাই….কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি স্যার, বুড়ি ওদিকে ঘুড়ীর মত ঝুলছে—

Ins. ॥ যাও এখান থেকে! (তাড়া করে গেল)

[দু-জনে ছুটিল]

নীল ॥ কিন্তু স্যার?

ভোলা ॥ (হঠাৎ মেসোকে) মেসোমশাই ভাল আছেন ?

মেসো ॥ Stupid···· ।

[অন্য দিকে ছিটকাইয়া গেল আর কেহ নজর করে নাই]

Ins. ॥ ···এই দোকানের মালিক কে ?

নীল ॥ আজ্ঞে আমি ।

Ins. ॥ নাম কি ?

নীল ॥ শ্রী নীলমণি হালদার ।

Ins. ॥ উনি কে ?

নীল ॥ আমার assistant ভোলানাথ ।

Ins. ॥ আচ্ছা, আপনারা একটু আগে ওর একটা ছবি তুলেছেন ?

ভোলা ॥ ওঁর নয় ।

নীল ॥ আঃ ! আজ্ঞে হ্যাঁ, তুলেছি ।

Ins. ॥ ছবির negativeটা কোথায় ?

নীল ॥ আমার কাছে আছে ।

Ins. ॥ শুনুন, ছবিটা print করে আপনারা কাউকে delivery দেবেন না····আমি এসে নিয়ে যাবো ।

নীল ॥ দামটা—

Ins. ॥ উনি দেবেন (মেসোমশাইকে দেখিয়ে)

(প্রস্থানোদ্যত)

মেসো ॥ Sir, আমার কি হবে ?

Ins. ॥ আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন ।

মেসো ॥ আমি বড্ড বিপদে পড়ে গেলুম ।

Ins. উপায় নেই। (যাইতে উদ্যত)

নীল॥ Sir, যাবার সময় ঐ চ্যাংড়া ছুটোকে একটু ব'লে দিয়ে যাবেন।

Ins.॥ ঠিক আছে, আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি....আপনারা ঐ ৫ টাকায় quarter size তুলে দিন। আর যদি কিছু বদমাইসি করে, আমি কাছেই আছি খবর দেবেন। (মেসোকে) আপনি দেখা করুন আমার সঙ্গে। [প্রস্থান]

মেসো॥ এখন আমি কি করি বলুন তো....

নীল॥ কেন, কি হয়েছে?

মেসো॥ বডি আটকে দিয়েছে....

ভোলা॥ এই মরেছে....

নীল॥ তুই চুপ করবি—যা চা বলেদে!

[ভোলার প্রস্থান]

মেসো॥ আপনার ঐ লোকটি ভদ্রতা জানে না।

নীল॥ একদম না...আর জানবে কি করে বলুন, দিনরাত তো মরা নিয়ে কারবার, আর মরার পর ভদ্র অভদ্র সব সমান। তবে দু-একজন যা আপনার মত ভদ্রলোকেরা আসেন, সে নানান ঝামেলা নিয়েই থাকেন। ভদ্রতা শিখবে কোত্থেকে বলুন (ঝাঁঝের সঙ্গে)!

[ভোলা এক-গেলাস চা লইয়া ঢুকিল]

ভোলা॥ (নীলমণিকে) এই নাও দাদা, চা॥

নীল॥ ভদ্রলোকের জন্তে আনলি না?

ভোলা ॥ তুমিও যেমন! মড়া শ্মশানে নিয়ে এসে যখন তখন খাওয়া যায়?

নীল ॥ তোমাকে মাতব্বরি করতে হবে না···আর একটা চা নিয়ে আয়।

মেসো ॥ না না, থাক গে। এখন চা খাবার সময় নেই, আর শুনলেন তো কথাবার্তা?

নীল ॥ যা নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।

[ভোলার প্রস্থান]

মেসো ॥ উঃ, এই আইবুড়ো মেয়ের মত শত্রু পৃথিবীতে নেই জানবেন।

নীল ॥ আর আইবুড়ো ছেলেগুলো কি কম শত্রু?

মেসো ॥ ছেলেদের কথা বাদ দিন।

নীল ॥ কেন ছেলেরা কি পীর? ওরা আরো সাংঘাতিক, লভ্-ম্যারেজ কোরে এক একটা ধরে আনবে আর সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার কোরে ছেড়ে দেবে। ওসব কথা ছেড়ে দিন—তা বডি আটকালো কেন?

মেসো ॥ ঐ ছোঁড়াটার জন্তে····পুলিশে খবর দিয়েছে ওকে মেরে ফেলা হয়েছে—

নীল ॥ কেন?

মেসো ॥ (কানে কানে কি বলিল)

নীল ॥ আমিও শুনছিলুম।

মেসো ॥ না না····

[ভোলার প্রবেশ]

ভোলা ॥ মেসোমশাই, আপনাকে পুলিশে ডাকছে····

মেসো ॥ (রেগে) পুলিশের নিকুচি করেছে ! [প্রস্থান]

ভোলা ॥ যা—চা-টা আনলুম ··আমিই খেয়ে নিই । মেসোমশায়ের মাথা এখন ঘুরছে ।

নীল ॥ ভোলা, খুব ঘোরালো case, সাক্ষীকাক্ষী আমরা কিছু দোবো না ।

ভোলা ॥ মেসোমশাইয়ের বডি পুলিশ ছাড়বে না—ঐ ভবেশ ছোকরাটা পাগলের মত চেঁচাচ্ছে--

নীল ॥ ভবেশটা কে ?

ভোলা ॥ ঐ তো মেয়েটার লাভার !

নীল ॥ কি ?

ভোলা ॥ লাভার ।

নীল ॥ লাভার, এবার কি লাভ করলো ··বাঁচাক্ দেখি মেয়েটাকে, তাহলে বুঝি লাভার ।

ভোলা ॥ একি আর সাবিত্রী সত্যবান দাদা—

নীল ॥ না, এ জাম্বুবান ! পেটের ভাত জোটে না, এত ভালোবাসা আসে কোত্থেকে ?

ভোলা ॥ দাদা, ওসব তুমি বুঝবে না, ভালবাসার ব্যাপারই আলাদা····

নীল ॥ তুই আর আমায় ভালবাসা বোঝাতে আসিসনি । সারা জীবনে কত ভালবাসা দেখলুম····

ভোলা ॥ এ সব ভালবাসা একটু অন্য ধরণের ···

নীল। হ্যাঁ, এর ঝাঁঝটা একটু বেশী এই তো ভোলা, খুব জ্ঞান হয়েছে দেখছি....কের সাবধান ক'রে দিলুম, সব বাজে জানবি, সব বাজে....

ভোলা। ও বাজে কি কাজের....আমার দরকার নেই দাদা, তুমি আমায় শুধু ভালোবাসো তাহলেই হবে। তবে কি জানো দাদা এই সব দেখে মাঝে মাঝে....

নীল। ভালবাসতে ইচ্ছে হয় ?

ভোলা। ঠিক তা নয় দাদা, তবে জানতে ইচ্ছে হয়, কি এমন ভালো বাসা যার জন্যে একটা ছেলে পাগল হয়ে যায়, একটা মেয়ে আত্মহত্যা করে—দু-জনে মিলে গঙ্গার জলে ডুবে মরে।

নীল। (ভোলাকে অবাক হয়ে লক্ষ করে) হ্যাঁরে ভোলা তুই আজকাল এসব ভাবিস্ ?

ভোলা। ভাববার সময় কখন দাদা,তবে মাঝে মাঝে এসব দেখলে তখন মনে হয়।

নীল। আমার কি মনে হয় জানিস ভোলা মানুষ কলেরায় মরলো, বসন্তে মরলো, টি-বিতে মরলো, ভালবাসায় মরলো,—ভালবাসা একটা রোগ।

ভোলা। তবে তফাৎ কি জানো দাদা ? ওসব রোগের ওষুধ আছে ডাক্তার আছে।

নীল। আছে, এ রোগের একমাত্র ওষুধ হচ্ছে মার, বেদম প্রহার···

ভোলা। (জোরে হেসে ওঠে) তুমি দাদা, তোমার ছেলের কথা ভেবে এই সব বলছো....

নীল॥ নারে, আমি কারোর কথা ভেবে বলছি না, আমি খাঁটি কথা বলছি।

ভোলা॥ দাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো কিছু মনে করবে না বল ?

নীল॥ বল্ না

ভোলা॥ আচ্ছা দাদা, তুমি বৌদিকে খুব ভালবাসতে ?

নীল॥ (গম্ভীর হয়ে) ভালবাসতে কিরে, এখনও বাসি—মাঝে মাঝে দেখিস না একলা গিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াই, তোর বৌদির কথা মনে পড়লে ওখানে চলে যাই, মা গঙ্গাকে চুপি চুপি বলি, মা, ও যেখানে আছে যেন শান্তিতে থাকে, সুখে থাকে—

ভোলা॥ দাদা, আমার মাকেও দেখেছি, বাবা মারা যাবার পর, মা বাবার চটিজুতো পুজো করতো, আর একটা বাবার ফটো ছিল সেই ফটোটাকে ফুল চন্দন দিয়ে রোজ সাজাতো। তার পর সেই ফটোটাকে কত কথা যে বলতো তার ঠিক নেই, তুমি যেখানেই থাকো ছেলেগুলোকে দেখো, ওরা যেন মানুষ হয়, ওরা যেন শান্তিতে থাকে, তোমার মুখ যেন ওরা রাখে—সব আমাদের কথা বলতো নিজের কথা একটাও বলতো না। তবে বাবা যে একটা কথাও শোনে নি, এখন সেটা বেশ বুঝতে পারছি (হাসে)।

নীল॥ ছাই বুঝেছিস্—এখানে ছাড়া তোর আর গতি কোথায় হবে—

ভোলা॥ কেন ?

নীল ॥ ভোলানাথ তো শ্মশানেই থাকবে—

[ভোলা জোরে হেসে ওঠে]

ভোলা ॥ বেশ আমি না হয় ভোলা বলে শ্মশানে এলাম কিন্তু তুমি কেন এলে দাদা ?

নীল ॥ আরে যে কেষ্ট সেই শিব।

ভোলা ॥ তার মানে ?

নীল ॥ আমি তো নীলমণি ?—আরে মা যশোদা কেষ্ট ঠাকুরকে আদর করে নীলমণি বলে ডাকতো যে—

ভোলা ॥ (হেসে) তুমি এতও জানো দাদা....

নীল ॥ দাদাদের একটু জানতে হয়....

ভোলা ॥ ভাগ্যিস্ তোমার মত একটা দাদা পেয়েছিলুম, তা না হলে কি হোত বল ত ?

নীল ॥ তোর মত একটা ভাই পেতুম না।

ভোলা ॥ তোমার মত একটা দাদাও পেতুম না।

নীল ॥ আমাকে পেয়ে তোর লাভটা কি হোল ? তুবে তোকে পেয়ে আমার লাভ হয়েছে....

ভোলা ॥ কি লাভ হয়েছে দাদা ?

নীল ॥ আমি সব ভুলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে।

ভোলা ॥ তোমাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি, নইলে কুকুরের মত এর তার দোর ঘুরে ঘুরে রাস্তার ধারে না খেতে পেয়ে মরে পড়ে থাকতুম, একটা photo ও উঠতো না, এখন তবু মরে গেলে একটা photo উঠবে...

নীল ॥ দেখ্ কে কার photo তোলে....

ভোলা ॥ তুমি দেখে নিও দাদা—আমি ঠিক এই রকমভাবে থাকবো (দেখাইলো)

[নীলমণি ভোলাকে তাড়া করে। ভোলা কাউন্টারের পাশে চলে যায়]

নীল ॥ বড্ড কাজিল হয়েছিস ! কে আগে মরবে বলা বড্ড শক্ত··· আরে জন্ম মৃত্যু হল দুটি ভাই ; যেমন নীলমণি আর ভোলা। একজন এলেই আর একজন আসবার জন্যে রেডি হয়ে থাকে, তবে কখন আসবে কেউ বলতে পারে না।

ভোলা ॥ তবে আমি ভাবি····

নীল ॥ থাক, তোমায় আর এসব ভাবতে হবে না, এখন কাজের কথা ভাবো। নেপালবাবুর ছবি টা···ও ওটাতো ঠিক আছে, বুড়োর ছবিটা ঠিক করে রাখো····কখন বলতে কখন এসে পড়বে!

[নীলমণি বাহির হইয়া গেল। ভোলা রাণীকে দেখিয়া ডাকল। রাণী আসিল। ভোলা ছবির কাজ করিতে করিতে বলিল—]

ভোলা ॥ দাদাকে দেখলে····?

রাণী ॥ দাদাকে দেখেই তো এলুম, দাদা ভীড়ের দিকে গেছে।

ভোলা ॥ আমায় বারণ করে নিজে ভিড়ের দিকে গেল।

রাণী ॥ তুমি যেন যেও না···

ভোলা ॥ আমার জন্যে এত দরদ কিসের ?

রাণী ॥ তবে কার জন্যে হবে····?

ভোলা ॥ কেন, কত লোক তো আছে—কাঠ গোলার নিবারণ, খাবারের দোকানের গণেশ—

রাণী ॥ তাতো বলবেই....তাই জন্যে তাড়িয়ে দিলে তো বার বার আসি....

ভোলা ॥ আহা—তখন যে ঐ...

রাণী ॥ বুঝেছি!

ভোলা ॥ আমি জানি তুমি বুঝতে পারবে,—তুমি কি কম চালাক মেয়ে....

রাণী ॥ খুব হয়েছে, থাক!

ভোলা ॥ বল, কাল কোন বায়স্কোপ দেখতে যাবে?

রাণী ॥ আমি কি জানি!

ভোলা ॥ তবে কে জানবে?

রাণী ॥ আমার ভালো লাগে বেশ একটু গান থাকবে, একটু ইয়ে থাকবে, একটু....

ভোলা ॥ ইয়েটা কি?

রাণী ॥ চুপ কর বেশ ঐ রকম গান থাকবে "মন যে আমার কেমন কেমন করে, ঘরেতে রয় না...."

[এই সময় নীলমণিকে দেখিয়া রাণী নিঃশব্দে পালায়। ভোলা জানিতে পারে না—]

ভোলা ॥ দূর, গান হবে এরকম, "ইচ্ছে করে পরাণ তারে গামছা দিয়ে বাঁধি, ইচ্ছা করে পরাণ তারে—"

[নীলমণি ভোলার হাতে নিজের কাঁধের গামছাটা ফেলিয়া দেয় ও dark roomএ যায়। ভোলা হতচকিত হইয়া বাহিরে পালায়। পালাতে গিয়ে দেখে নেপালবাবু আসছে—]

ভোলা ॥ দাদা—নেপালবাবু আসছেন....

নীলমণি ॥ নেপালবাবুর পিসিমার ছবিটা বার করে দেতো; আর একটা চা বলে দে…

[নেপালবাবু প্রৌঢ়, একটা লাঠি হাতে ঢুকলেন, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি]

নেপাল ॥ চা হবে খোন, পিসিমার ছবি হয়ে গেছে?

ভোলা ॥ আপনার ছবি আর হবে না! আগে চা-টা খান—

[ভোলার প্রস্থান]

নীল ॥ তাড়াতাড়ি ফিরবি….

নেপাল ॥ কি রকম ব্যবসা চলছে।

নীল ॥ খুব খারাপ…. ।

নেপাল ॥ ভালো ভালো….তোমাদের ব্যবসা যত খারাপ যাবে ততই ভালো!

নীল। কিন্তু আমাদের পেট চলাতো চাই….

নেপাল ॥ তোমাদের পেট চালাতে গিয়ে কত লোকের পেট চালানো বন্ধ হয় সে খেয়াল আছে? ধর একটা familyর মাত্র একজন রোজগারের লোক যদি থাকে, আর সে যদি মরে তো ব্যস….

নীল ॥ না না, ওরকম খদ্দেরের কথা বলছি না…

নেপাল ॥ যাগগে, ছবিটা দিয়ে দাও। পিসিমার ছেলেরা রোজ তাগাদা করছে।

[কেতোর প্রবেশ]

কেতো ॥ বাবু—চা—

নীল ॥ হ্যাঁরে, ভোলা কোথায়রে কেতো?

কেতো ॥ চা খাচ্ছে....(নেপালবাবুকে) বাবু ভাল আছেন ?

নীল ॥ বাবুকে চিনিস্ ?

কেতো ॥ হ্যাঁ, বাবুতো প্রায়ই আসেন...এলেই আমার ওখানে চা খান। এবার কিন্তু অনেকদিন আসেন নি বাবু....

নেপাল ॥ আর কাকে নিয়ে আসবো—সবাই তো একে একে শেষ হয়ে গেল—আসবো আসবো, এবার আমি একদিন নিজেই আসবো—

কেতো ॥ খুব ভাল হয়—

নীল ॥ (খিঁচাইয়া) যা এখান থেকে—মুখ্যু কোথাকার—দূর হ

কেতো ॥ ঠিক আছে আমি দেশে যাচ্ছি আর আসব না—

[কেতোর প্রস্থান]

নীল ॥ যা যা- ভয় দেখাচ্ছে (নেপালবাবুকে) আপনি কিছু মনে করবেন না—(নেপালবাবুর কাশির দমক আসে কাসতে কাসতে উঠে দাঁড়ায়, নীলমণির গায় ও মুখে ছিটে পড়ে, সে মুখ বিকৃত করে নেপালবাবু দরজায় ঠিক বাইরে কফ ফেলেন নীলমণি বারণ করে নেপালবাবু আবার এসে বসেন)

নেপাল ॥ (চায়ে চুমুক দিয়া) তোমারই তো চোখের সামনে পর পর কতগুলো গেল। ঠাকুমা, মা, বাবা, বৌ, বড় ছেলে, ছোট মেয়ে, বড় ভাগনা, বড় মাসী, ছোট মাসী, নতুন কাকা, তারপর বড় তরফের ৫।৬ টা গেল, ছোট তরফের ৬ ৭ টা গেল, মামা গেল, মামী গেল, মামাতো বোনটা সেদিন আগুনে পুড়ে মরলো—শেষ ছিল এই পিসিটা, সেও (নীলমণি বলে

গেল)—বাকী রইলুম আমি আর পুরনো চাকর কেষ্ট। বাড়ী একেবারে খালি একেবারে খাঁ খাঁ করছে।

নীল॥ অতবড় বাড়ী থেকে এতগুলো গেলে খাঁ খাঁতো করবেই।

নেপাল॥ (বিরক্ত) কি হোল ভোলাবাবুর পাত্তা নেই যে—না না, এটা ভারি অন্যায়—ব্যবসা ছেড়ে এতক্ষণ বাইরে আড্ডা দেওয়া উচিত নয়।

নীল॥ এই আমি ডাকছি—(ডাকিল—"ভোলা, ভোলা, ওরে ভোলা"। দরজার বাইরে পা দিতেই কক মাড়ায় পা ঘসতে ঘসতে ফিরে আসে—

নেপাল॥ তুমিই একটু খুঁজে দেখোনা, তুমি জানো না কোথায় রাখলো?

নীল॥ এই মাত্র গুছিয়ে রেখে গেল। আঃ—আঃ, ঐ আসছে (ভোলার প্রবেশ করার মুখে কক মাড়ায়) ভোলা, নেপাল বাবুর ছবিটা বার করে দাও—[ভোলা নেপালবাবুর পেছন হইতে হাত নাড়িল "না" পরে আগাইয়া আসিল]

ভোলা॥ এই দিচ্ছি—এখানে কোথায় রাখলুম—(খুঁজতে খুঁজতে) এ্যায়—দেখোতো দাদা—

নীল॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—এই নিন—(নেপালবাবুর হাতে দিল)

নেপাল॥ (মুখ বিকৃত করিয়া) এটা কার ছবি?

নীল॥ আপনার পিসিমার—

নেপাল॥ পিসিমার?

ভোলা॥ হ্যাঁ, মুখটা একটু শুধু ফুলেতে ঢেকে আছে—

নেপাল॥ ওঃ, মুখটা একটু ফুলেতে ঢেকে গেছে?

নীল ॥ ছবিটা কি রকম উঠেছে বলুন? খুব চমৎকার, নয়?

নেপাল ॥ খুব চমৎকার!

[ভোলা, নীলমণি মুখ চাওয়াচায়ি করে, মৃদু হাসে]

নীল ॥ আপনার কাজ আমরা খুব যত্ন নিয়ে করে থাকি।

নেপাল ॥ এইবার আমিও একটু যত্ন করি—(বলিয়া হাতের লাঠি তুলিয়া লইয়া) চালাকি, আমার সঙ্গে চালাকি—

[তাড়া করিল। নীলমণি ও ভোলা—]

দু-জনে ॥ ওরে বাবারে—গেলুমরে—

নেপাল ॥ আজ মেরেই ফেলবো দুটোকে (তাড়া করিল ও চিৎকার করিল। ভোলা ও নীলমণি ছুটিতেছে, কখনও দুজনে দু-জনকে জড়াইয়া ধরিতেছে)

নীল ॥ (ভয়ে দুজনে জড়াইয়া) কি হয়েছে বলুন?

নেপাল ॥ কি হয়েছে! এটা কার ছবি?

নীল ॥ হ্যাঁ—ভালো করে দেখুন না।

নেপাল ॥ কি! ভালো করে দেখবে?

নীল ॥ শুধু মুখটাই যা ফুলে ঢাকা পড়েছে তাছাড়া সবইতো পরিষ্কার উঠেছে, চওড়া লালপেড়ে শাড়ীথেকে পায়ের টকটকে আলতা থেকে, মাথার সিঁথির সিঁদুর থেকে স—ব—

নেপাল ॥ র‍্যাসকেল, আমার পিসিমা বিধবা—

[নেপাল যেই লাঠি নিয়া তাড়া করিল ওরা—চৌকির উপর থেকে লাফিয়ে বাইরে ছুটলো, নেপালবাবু follow করলো]

[পর্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[পর্দা সরিবার পর]

[নীলমণির প্রবেশ। নীলমণি কলসী থেকে জল খেতে যায়, দেখে জল নাই। বিরক্তিতে সে ডার্করুমে প্রবেশ করে। জানালায় দাঁড়িয়েছিল রাণী, সে এই অবসরে ঘরে এসে নিঃশব্দে কলসী নিয়ে বেরিয়ে যায় ও একটু পরে জল ভরা কলসী রেখে বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে। নীলমণি ডার্করুম থেকে বেরিয়ে আসে—]

নীল ॥ বাবু আড্ডা মারতে কোথায় বেরুলেন—

[বিস্কুট খেতে খেতে ভোলা আসে]

ভোলা ॥ বড্ড খিদে লেগেছিল দাদা—

নীল ॥ তুমি তো খিদে মেটাচ্ছ, এদিকে কলসিতে একটু জল নেই যে তেষ্টা মেটাই।

ভোলা ॥ (কলসী দেখে) কেন এই তো ভর্তি জল রয়েছে—

নীল ॥ নিজে এনে রেখে আবার চালাকী হচ্ছে—যেই ডার্করুমে গেছি—

ভোলা ॥ অমনি এক দৌড়ে ভর্তি করে এনে রেখে দিয়েছি—।

নীল ॥ তাই বল—এ যেন ভেল্কি দেখছি—

[বিশ্বম্ভরের প্রবেশ]

বিশ্ব ॥ লাগ লাগ লাগ ভেল্কি—লাগ জয় শম্ভু।

নীল ॥ এই যে মহারাজ—এতদিন কোথায় ছিলে!

বিশ্ব ॥ আমি আর কোথায় থাকবো বাবা বলো—কেওড়াতলা থেকে নিমতলা, নিমতলা থেকে কেওড়াতলা। আর মাঝে মাঝে শিবপুর ও কাশীমিত্তির।

ভোলা ॥ মহারাজ বেশ আছে—।

বিশ্ব ॥ বেশ আছি বাবা আগে এক গেলাস জল খাওয়াও তো—

নীল ॥ ভোলা জল দে—

বিশ্ব ॥ জয় শম্ভু—টাটকা জল দিও বাবা—।

ভোলা ॥ টাটকা জল নেই—

বিশ্ব ॥ নেই কেন ? এই তো দেখলুম একটু আগে রাধারাণী কলসী কাঁকে ঘরে ঢুকলো !

নীল ॥ কে—?

বিশ্ব ॥ পুরুতকন্যা রাণী গো—

[নীলমণি ভোলার দিকে চায়—ভোলা ঢোঁক গেলে]

বিশ্ব ॥ কি হোল—!

নীল ॥ না কিছু না—জল খাও ? (বিশ্বম্ভর জল খেলো) তারপর মহারাজ কেমন আছ ?

বিশ্ব ॥ এই তো বললুম বেশ আছি বাবা। তোমরাও তো বেশ আছ—কেমন নিত্য নূতন মৃত্যুর রূপ দেখছো, শুধু দেখছো না, তাকে আবার যন্ত্র দিয়ে ধরে রাখছো। আহা—যখন সব শেষ তখন তোমাদের শুরু।

নীল ॥ বাঃ মহারাজ, এই কথাটা বড় জব্বর বলেছ—

বিশ্ব ॥ তাহলে চা আনতে দাও বাবা—

ভোলা ॥ ঐটিতো দোষ—ভালো বলবার উপায় নেই, অমনি চা—

বিশ্ব ॥ বাবা ভোলানাথ, ভালো জিনিস হলেই দাম লাগবে—

ভোলা ॥ বিস্কুট লাগবে কিনা বলো—

বিশ্ব ॥ আমাদের মালিক যা বলবে—কি গো বিস্কুট আসবে তো ?

নীল ॥ তুমি বিস্কুট ছাড়া কবে খেয়েছো ?

বিশ্ব ॥ যা, order হয়ে গেছে—একটু চিনি বেশী দিতে বলিস। অনেকদিন ধরে চিনে রাখবো।

ভোলা ॥ তোমাকে নুন দিলেও তুমি চিনে রাখবে—

বিশ্ব ॥ আরে নুন দিলে তো গুণ গাইতেই হবে—কিগো নীলমণি হালদার !

নীল ॥ যা তাড়াতাড়ি যা (ভোলার প্রস্থান)

বিশ্ব ॥ তারপর নতুন খবর বলো নীলমণি হালদার,—বহুদিন আসা হয়নি—

নীল ॥ নতুন খবর কিছু নেই মহারাজ—

বিশ্ব ॥ বাজার কিরকম ?

নীল ॥ বাজার—ভালই !

বিশ্ব ॥ জয় শম্ভু। এ বাজার মন্দা গেলে বুঝতে হবে, গতিক খুব খারাপ, আহা খাটে করে নাচতে নাচতে যখন এসে ঢোকে, মনে হয় যেন সব সুখ, দুঃখু ডিঙিয়ে লাফাতে লাফাতে আনন্দ-ধামে আসছে···যেন তার দাপট আরও বেড়ে গেছে....কি বলো নীলমণি হালদার····তুমি তো আরও ভালো ক'রে দেখতে পাও তোমার ক্যামেরার চোখ দিয়ে।

নীল ॥ পাই মহারাজ, সব স্পষ্ট দেখতে পাই···

বিশ্ব ॥ পাবে বৈকি—আর পাও বলেই তো আনন্দে আছ।

নীল ॥ আনন্দে নেই মহারাজ, মাঝে মাঝে বড্ড খারাপ লাগে।

বিশ ॥ খারাপ লাগে কেন ?

নীল ॥ ভগবানের বিচার দেখে···যারা যেতে চায়, আশে পাশে ঘুর ঘুর করছে, তারা যেতে পাচ্ছে না। আবার যাদের যাবার নয়, সব ভাসিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসছে····

বিশ ॥ তোমার কি বাবা ? যারা আসছে তাদের বুকে তুলে নাও।

নীল ॥ বুকে তুলে নিই বলেই তো বুকটা ভারি হয়ে উঠে····আবার হাল্কা হ'তে অনেক সময় লাগে····

বিশ ॥ এই রকম বুক করো। (বুক দেখায়)

[ভোলা চা ও বিস্কুট হাতে প্রবেশ করে]

ভোলা ॥ কি মহারাজ, বুকের মাসকেল দেখাচ্ছেন নাকি ?

বিশ ॥ হ্যাঁরে রাস্কেল, দেখবি আয় না।

ভোলা ॥ তোমার জন্যে চা বিস্কুট আনলুম কিনা তাই গালাগালি দিচ্ছ।

বিশ ॥ দে দে, আগে চা-টা দে তারপর বক্‌বক্ করবি [চা বিস্কুট নিল] আঃ, তোমাদের এখানে চা খেয়ে যা তৃপ্তি পাই, যেন অমৃত।

ভোলা ॥ পয়সা লাগে নাতো,—

বিশ ॥ চুপ কর। দেখো নীলমণি, তোমাদের এই টক্‌টক্ করে কথা বলাটা বন্ধো করো দিকিন্।

নীল ॥ বড্ড গায়ে লাগে, না ?

বিশ ॥ আরে আমার গায়ে লাগবে কি, এতো আর তোমাদের গা নয়, এ হোল—

ভোলা ॥ (দেহে হাত বোলাইতে বোলাইতে) গণ্ডারের গা—

বিশ্ব ॥ হ্যাঁরে শালা—[তেড়ে গেল, ভোলা সরিয়া গেল]

নীল ॥ মহারাজ, তোমার মুখটা কিন্তু বড্ড আল্‌গা—

বিশ্ব ॥ (চা খেতে খেতে) তোমাদের জন্যই তো করতে হয়। (একটু পরে) এই ভোলা একটা সিগারেট খাওয়া—

ভোলা ॥ একটু আগে যে গালাগালি দিলে—

বিশ্ব ॥ ভালবেসে বাবা, ভালবেসে গালাগাল হয়?

ভোলা ॥ কি সিগারেট খাবে?

বিশ্ব ॥ (হাত দিয়া কাঁচি দেখাইল)

ভোলা ॥ কাঁচি···বা বেশ ছুরিটা চালাচ্ছো। কাঁচির দাম কত জানো?

বিশ্ব ॥ নীলমণি, তুমি কিছু বলবে না—

নীল ॥ যা না ভোলা, অনেক কাজ বাকি আছে····কালকে অনেক-গুলো ছবি delivery দিতে হবে····(ভোলা চলিয়া গেল)

বিশ্ব ॥ (হাসিয়া) তোমার assistantটি বড় ভালো···বহুদিন ধরে তো দেখছি···একেবারে খাঁটি। নীলমণি এক কাজ কর··· ভোলার একটা বিয়ে দিয়ে দাও, বলো তো মেয়েও দেখতে পারি—

নীল ॥ তুমি কি আজকাল ঘটকালিও করছো নাকি····

বিশ্ব ॥ আমি যে একজন বড় ভক্ত সেটা তুমি মানো তো····

নীল ॥ ভক্তের সঙ্গে ঘটকালির কি সম্পর্ক?

বিশ্ব ॥ আছে বাবা আছে, বলি ঘটকালির ভেতরেও তো কালী রয়েছে।

নীল ॥ (হেসে) ও বাবা, তুমি অত ভেতরে গেছো!

বিশ্ব ॥ না গেলে চলবে কেন ভাই, বাইরেটি দেখে ভুলে গেলে তো চলবে না। (Pause) হ্যাঁ, বলো তো ঘটকালী করি—ছেলের বৌ নিয়ে তো ঘর করতে পারলে না!

নীল ॥ হ্যাঁ এবার ভোলার বৌ এসে তাড়াক্, এই তো তুমি চাও?

বিশ্ব ॥ আহা, সব বৌ কি সমান…

নীল ॥ সব সমান, সব সমান (উঠে) ভোলাকে জিজ্ঞাসা কর, ভোলা যদি বিয়ে করতে চায়, করুক, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই…

বিশ্ব ॥ তুমি না বল্লে কি আর ভোলা বিয়ে করবে?

নীল ॥ ইচ্ছে থাকলে ঠিকই করবে…মহারাজ, মনে হচ্ছে তুমি যেন মেয়ে টেয়ে দেখে একেবারে ঠিক ঠাক করে এসেছ।

বিশ্ব ॥ আরে এ মেয়েকে তুমিও দেখেছ….

নীল ॥ কে?

বিশ্ব ॥ রাণী গো…

নীল ॥ ও, ভোলা বুঝি তোমায় ধরেছে?

বিশ্ব ॥ হুঁ। ঐ ঘাটে বসে বলছিল…ওগো না, না সে বলেনি।

নীল ॥ দেখো মহারাজ, ভোলা বিয়ে করুক আমার কোন আপত্তি নেই তবে এখানে থেকে চলবে না, বেরিয়ে গিয়ে যা ইচ্ছা করুক। [রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে বাইরে প্রস্থান]

বিশ্ব ॥ জয় শম্ভু হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল (একটা বিড়ি ধরায় তারপর গুন গুন করে করে গান)

পার করিতে হবে গৌর ভাবছ কি মনে

পার ঘাটাতে দাঁইড়ে আছি তোমার নাম শুনে

[জনৈকের প্রবেশ, হাতে একটি ছবি, একটু গ্রাম্য]

জনৈক ॥ নীলমণিবাবু ভোলাবাবু তো এখানেই থাকেন ?

বিশ্ব ॥ হ্যাঁ, ভেতরে এস।

জনৈক ॥ কোথায় তিনি ?

বিশ্ব ॥ বসো, হাতে ওটা কি ?

জনৈক ॥ ছবি—এরই জন্যেতো আসা—

বিশ্ব ॥ দেখি—এই খানেই তোলা দেখছি····

জনৈক ॥ এজ্ঞে হ্যাঁ।

বিশ্ব ॥ যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে····কোথায় যেন দেখছি····

জনৈক ॥ এই তো পাশেই চায়ের দোকানে দেখেছেন, কেত্তোকে চেনে না কে ? আমি ওর কাকা হই—

বিশ্ব ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকতো···কতই বা বয়েস ?

জনৈক ॥ খুব কম বয়েস····

বিশ্ব ॥ এর কাছে সব বয়সই সমান, আহা কি রূপ। এরূপ দেখার জন্যে আলাদা চোখ থাকা চাই, জয় শম্ভু।

জনৈক ॥ [বিরক্ত] নীলমণিবাবু গেলেন কোথায় ? ভোলাবাবু !

বিশ্ব ॥ ভাড়া কিসের, যার ভাড়া ছিল সে তো তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়েছে। (কনুইয়ের গোঁতা মেরে) কি করে ফাঁকি দিল····

জনৈক ॥ আজ্ঞে ?

বিশ্ব ॥ বলছি ঐ ইষ্টিশনের টিকিট কাটলো কি করে ?

অনেক ॥ এজ্ঞে ৬৭ পয়সা দিয়ে····

বিশ ॥ (হাসিয়া) ও টিকিট ৬৭ পয়সায় পাওয়া যায় না বলি শোন (গান ধরিল)

এ দিন কুরুলে গাড়ী আসে,
টিকিট কেটে উঠে বসে।
কোন খানে থামে না সে
থামে মহা ইষ্টিশনে।

তা ছেলেটির বাপ মা আছে ?

কাকা ॥ বাপ নেই মা আছে আর ঐ মাকে নিয়েইতো যত কাণ্ড ?

বিশ ॥ আহা, কাণ্ডতো হবেই, মা যে হচ্ছে আসল কাণ্ড, মানে মূল····তা মূলের হবে নাতো হবে কার ?

কাকা ॥ আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। ওরা কখন আসবে ?

বিশ ॥ সময় হলেই আসবে···(ছবি দেখিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, এই দোকানেই আমাকে কেতো কতবার চা খাইয়েছে, বিস্কুট খাইয়েছে। আমাকে খুব ভালবাসতো, আমার কাছে গান শুনতো····তা তোমরা কেউ কিছু করতে পারলে না····

কাকা ॥ (বিরক্তি) কি করবোটা কি ?

বিশ ॥ তা ঠিক—কেউ কিছু করতে পারে না····

কাকা ॥ (বিরক্তি) দেখুন না কিছু করতে পারি কিনা····ওরা গেল কোথায় ?

বিশ ॥ ওরা এলেই বা তুমি কি করবে! জানবে এইখানে

কারোর কোন ক্ষমতা চলবে না। হাতটি গুটিয়ে ওপর দিকে জুলজুল করে চেয়ে বসে থাকতে হবে....(উর্দ্ধে দেখাইয়া) ঐ যে, ঐখান থেকে বসে বসে কলকাঠিটি নাড়ছে, কেউ টেরটি পাচ্ছে না কখন কার ওপর ঝপাং কোরে যাঁতিকলটি পড়বে।

কাকা ॥ (রাগিয়া) ধ্যাৎ তোর, আপনি চুপ করুন দিকি। একটি বয় বোঝবার উপায় নেই, তখন থেকে আলটু কালটু বক্‌বক্ করেই চলেছেন···আমি বেরিয়ে গিয়ে দেখছি ও ছুটো গেল কোথায়! [প্রস্থান]

বিশ ॥ জয় শম্ভু....শোকে তাপে মানুষের এমনই হয়। (গান ধরে)

তুমি শোকে তাপেতে পাগল করো
(আবার) তোমার দয়ায় শান্তি হয়
এ কেমন ধারা বিচার তোমার
বলো না গো দয়াময়।

(ছবি দেখিয়া) শোক তো হবেই। আহা, জলজ্যান্ত ছেলেটা মরে গেল গো....আমার কাছে এলেই গান শোনাতে বোলতো....

[কেত্তো দোকানে ঢুকিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া দাঁড়িয়েছে]

কেত্তো ॥ (হাসিয়া) মহারাজ একটা গান শোনাও না।

বিশ ॥ কেরে? (দেখিয়া আঁৎকিয়া উঠিয়া) কে···কে···কেত্তো ভু···

[অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল]

[কেত্তো কিছু বুঝিতে না পারিয়া "ওরে বাবারে" বলিয়া

ভয়ে ছুটিল, পরক্ষণেই নীলমণি ও কাকা ঝগড়া করিতে করিতে আসে]

নীল ॥ বলছি, আমি জামিনা ও কখন ফটো তুলেছে।

কাকা ॥ আপনার দোকান থেকে ফটোটা তোলা হয়েছে তো···

নীল ॥ আমার সামনে তো আর তোলা হয়নি।

কাকা ॥ (কেত্তোর ফটোটা লইয়া) এই কি ফটোর ছিরি····জ্যান্ত লোকের ফটো কখনও এই ভাবে তুলতে হয়? কেত্তোর মার সামনে পড়লে আর বাঁচতে হোত না, কেত্তোর মা তো আসতে চাইছিলো। সেই ভোলাবাবুটি গেলেন কোথায়? তার সঙ্গে বোঝা-পড়া ক'রে তবে যাবো····

(নীলমণি ফটো দেখে হাসে)

হাসবেন না, হাসবেন না, ওরকম লোক রাখেন কেন? আমি হ'লে দূর দূর ক'রে তাইড়ে দিতুম।

বিশ ॥ জল····জল···উঁ উঁ উঁ····

নীল ॥ একি মহারাজ, কি হয়েছে, কি হয়েছে কি।

কাকা ॥ বোধ হয় ভিরমি খেয়েছে।

নীল ॥ কেন ভিরমি খেলো কেন?

কাকা ॥ ভয়টয় পেলে ওরকম হয়।

নীল ॥ কেন ভয় পেল কেন—তোমাকে দেখে।

কাকা ॥ আমায় দেখে ভয় পাবে কেন।

বিশ ॥ জল, জল (নীলমণি জল আনল মুখে চোখে জল দিল বিশ্ব ধড়মড় করে উঠে বসল ও জলের গ্লাসটা নিয়ে চক্ চক্ করে খেয়ে)

বিশ্ব ॥ (চারিদিক দেখিয়া) সে এসেছিল····

নীল ॥ কে···· !

বিশ্ব ॥ কেভো।

নীল ॥ তাতে হয়েছে কি ? কেভোতো আসবেই।

বিশ্ব ॥ এ্যা ! সে যে মরে গেছে—

কাকা ॥ বালাইষাট্, সে মরতে যাবে কেন··· তার চেয়ে আপনিই মরুন—

বিশ্ব ॥ (নিঃশ্বাস ফেলে) তবে এটা

নীল ॥ এটা আমাদের ভোলাবাবুর কীর্তি, আমায় না জানিয়ে ছবি তুলেছেন।

বিশ্ব ॥ জয় শম্ভু···

কাকা ॥ আপনি থামেন তো মশাই, তখন থেকে জয় শম্ভু····জয় শম্ভু করেই চলেছেন।

বিশ্ব ॥ আর বোলবো না বাবা, আমি এখন পালাই, নীলমণি, ভোলা তো এখনও কাঁচি সিগরেট নিয়ে এল না, সেকি কাঁচি সান দিয়ে নিয়ে আসছে, বল হরি, হরি বোল। [প্রস্থান]

কাকা ॥ পাগল কোথাকার ! তখন থেকে জ্বাইলে মারলে····

নীল ॥ দেখুন, এ নিয়ে আর চেঁচামেচি করবেন না। আমি কেভোর একটা ভালো ফটো তুলে দেবোখন····

কাকা ॥ আমি তার মুখ থেকে শুনতে চাই, সে কোন হিসেবে এ রকম ফটো তুললে···

নীল ॥ আহা, আমি তো বলছি সে তুলতে জানে না····

কাকা ॥ তুলতে জানে না তো তুলতে গেল কেন—কেত্তোর মায়ের অবস্থা দেখলে আপনি বুঝতেন।

নীল ॥ আমি খুব বুঝেছি, এখন যা হবার তা হয়ে গেছে—

[হঠাৎ ভোলার প্রবেশ]

ভোলা ॥ (দৌড়ে) দাদা, মহারাজ চলে গেছে ? আমি সিগারেট নিয়ে এলুম। (কাকাকে দেখে নীলমণিকে ইসারা করে)

নীল ॥ হ্যাঁরে, কেষ্ট ভোলা কোথায় গেল রে ? ইনি তাকে খুঁজছেন—

ভোলা ॥ ইনি ?

নীল ॥ ইনি কেত্তোর কাকা হন—

ভোলা ॥ (স্বভয়ে) ওঃ !

নীল ॥ একবার ভোলার কাণ্ডটা দেখেছিস্ ! (ছবি দিল) এই ভাবে কেউ ছবি তোলে ?

ভোলা ॥ মানে দাঁড়িয়ে ঠিক ফোকাস—

নীল ॥ আঃ, ভোলা কি করেছে না করেছে তুই কি ক'রে জানলি··· আগে সে আসুক—

ভোলা ॥ (কাঁচুমাচু ভাবে) হ্যাঁ সে আসুক—

কাকা ॥ হ্যাঁ আসুক একবার, তার চামড়াটা আমি চড় চড় করে খুলে ফেলে দেবো, কত বড় ফটোকওলা একবার দেখে নেবো।

[ভোলার অবস্থা দেখিয়া নীলমণি হাসি টিপিয়া D. Room-এ ঢুকিল]

কাকা ॥ একটা বাচ্চা ছেলের ফটো ঐ ভাবে মড়ার মত করে শুইয়ে কেউ তোলে।

ভোলা ॥ ছবিটা এই ভাবে ঘুরিয়ে নিলে কিন্তু দাঁড়ানো মনে হবে—

কাকা ॥ চোখ দুটো খুলবে কি করে ?

নীল ॥ (D. Room থেকে বেরিয়ে) আঃ, বলছি ভোলা আসুক··· তাছাড়া আমি তো বলছি, আমি কেত্তোর ভালো দেখে একটা ছবি তুলে দেবো।

ভোলা ॥ ব্যস্, দাদার হাতের ছবি আর দেখতে হবে না, এ তো আর আমার হাতের নয়।

নীল ॥ থাক্, তোমাকে আর ভোলার মত ছবি তুলতে হবে না, ফের যদি আমায় না বলে ক্যামেরায় হাত দেবে, তাহলে হাত ভেঙ্গে দেবো।

কাকা ॥ এভাবে ছবি তোলাটা কত বড় অমঙ্গল জানেন ? কেত্তোর মার কান্না তো কিছুতেই থামতে চায় না, ছেলেকে জলজ্যান্ত সামনে দেখে তবু বিশ্বেস হয় না যে ছেলে বেঁচে আছে, ফটোটা দেখে আর হাউ মাউ কোরে কাঁদে !

ভোলা ॥ কাঁদবেই তো, ছেলে বলে কথা !

নীল ॥ তুই চুপ কর ! ফের কথা বলবি তো এক চড়ে গাল লাল ক'রে দোবো।

কাকা ॥ ওকে মেরে লাভ কি ? মারতে হ'লে সেই ভোলাটাকে মারা উচিৎ। সেকি মনিষ্যি না গোভূত—

নীল ॥ থাক্, মাথা গরম কোরে লাভ নেই—আপনি বরং কেত্তোকে ডাকুন, আমি এখুনি একটা photo—তুলে দিচ্ছি ; শুধু শুধু চেঁচামেচি করে লাভ নেই ··(D. Roomএ গেল)

ভোলা ॥ আমি ডেকে নিয়ে আসবো ?

কাকা ॥ না কাউকে যেতে হবে না। আজ আর অবেলায় কোটো তুলতে হবে না। (হঠাৎ) কিরে কেতো?

[কেতোর প্রবেশ]

[কেতোকে দেখিয়া ভোলা অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া একটা কাজ করিতে লাগিল]

কাকা ॥ ঐ তো কেতো এসে গেছে। কিরে কেতো?

কেতো ॥ ডাকতে এসেছি···

কাকা ॥ কাকে?

[কেতো ইসারায় ভোলাকে দেখাইল তারপর কাছে গিয়ে]

কেতো ॥ ভোলাদা, ভোলাদা, তোমাকে ঘাটেরপুরুত কাকাএকবার ডাক্‌ছে (ভোলা নিরুত্তর, কাকার অসাক্ষাতে শুধু মুখে আঙ্গুল দিয়া চুপ করিতে বলিতেছে) ও ভোলা দা····

কাকা ॥ কাকে ভোলাদা—ভোলাদা কচ্ছিস্ ওতো তোর কেষ্টদা····

কেতো ॥ কেন!

ভোলা ॥ কেতো, ভোলাদা তো বেরিয়ে গেছে।

কেতো ॥ বাঃ, তুমি কি নেশা করেছ ভোলাদা, তুমি নিজেকেই নিজে বেরিয়ে গেছে বলছো····

[D. room থেকে বেরিয়ে]

নীল ॥ এই কেতো চালাকি মাচ্ছিস্? কে তোর কেষ্টদা—আর কে ভোলাদা তুই চিনিস্ না—

[নীলমণি হেসে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কাকা নীলমণির হাসি দেখতে পায়, তাতেই সন্দেহ বেশী করে হয়]

কেতো ॥ কেন চিনবো না····এই তো ভোলাদা····

ভোলা ॥ (চীৎকার করে) না আমি কেষ্ট।

কেতো ॥ হ্যাঁ....কেষ্ট...এই দেখো হাতে উল্কি দিয়ে নাম লেখা রয়েছে ভো...লা।

[ভোলা দৌড়ে পালাতে যায়, কাকা ধরে ফেলে]

কাকা ॥ পালাবে কোথায় ? এই কেতো, তুই যাতো এখান থেকে।

কেতো ॥ (হেসে) ভোলা-দা শিগগির এস....পুরুত কাকা ডাকছে তোমায়—

ভোলা ॥ উল্লুক.... [কেতোর প্রস্থান]

কাকা ॥ এই, গালাগাল দেবে না।

ভোলা ॥ একটা ইসারা বোঝে না।

কাকা ॥ কি ইসারা বুঝবে! এইবার "ভোলাদা" হয়ে গেলে....আমি অনেকক্ষণ থেকে বুঝতে পেয়ে বোকা সেজে চুপ চাপ ক'রে বসেছিলুম্। এই ছবি কে তুলেছে ?

নীল ॥ বলছি তো ঐই তুলেছে.... ।

কাকা ॥ এখন বলছো, বুড়োহাবড়া গঙ্গার উপর বসে মিথ্যে কথা বলছ, বলি তোমার গতি কি হবে ?

ভোলা ॥ কাকাবাবু, নতুন শিখছি...ছেড়ে দিন কাকাবাবু....

কাকা ॥ (রাগিয়া) কাকাবাবু কিছুতেই ছাড়বে না, হ্যাঁ, তবে এক সর্ত্তে ছাড়তে পারি...

নীল ॥ কি সর্ত্তে ?

কাকা ॥ (হাসিয়া) আমার একটা ফটোক্ তুলে দিতে হবে।

নীল ॥ নিশ্চয়-ই তুলে দেবো...

কাকা ॥ আমি কিন্তু শুয়ে তুলবো না..

ভোলা ॥ না না, ওরে তুলতে হবে না কাকাবাবু....

নীল ॥ তুই থাম, আজ তো দেরি হয়ে গেছে ...কাল সকাল বেলায় কেত্তোর দোকানের সামনে আমি ভালো কোরে ছবি তুলে দেবো।

কাকা ॥ না এইখানেই তুলতে হবে। আর এখনি তুলে দিতে হবে।

নীল ॥ তুমি একটু ঘুরে এস্, আমি তুলে দোবো।

কাকা ॥ ঠিক আছে, আমি এখুনি ঘুরে আসছি। [প্রস্থান]

নীল ॥ (ভোলাকে) তুই কোন দিন আমার ক্যামেরায় হাত দিবি না, ফটো তুলতে গেছেন....সামলাবার বেলায় আমি.... ফের যদি আমায় না বলে ক্যামেরায় হাত দিবি তো দেখে নেবো আমি।

ভোলা ॥ ঠিক আছে, দোবো না...

নীল ॥ হ্যাঁ দিবি না...কিছু না শিখে ফটো তুলতে গেছেন !

ভোলা ॥ শেখালে তো শিখবো—

নীল ॥ কি, তোকে শেখাই না, নেমোখহারাম তুই আমায় এই কথা বল্লি ভোলা !

ভোলা ॥ কোথায় শেখাও, শুধু ক্যামেরা ঘাড়ে কোরে ব'য়ে ব'য়ে বেড়ানোটাকে কি শেখানো বলে ?

নীল ॥ ও, তুই শুধু ক্যামেরা ঘাড়ে কোরে ব'য়ে বেড়াস্, তোকে আমি কিচ্ছু শেখাইনি, বেশ করেছি কিছু শেখাইনি, কেন শেখাব শুনি ?

ভোলা॥ হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা, আমি তোমায় কে যে শেখাবে…

নীল॥ ….তোকে শিখিয়ে আমার লাভ কি….

ভোলা॥ তোমায় শেখাতে হবে না…বরাতে থাকলে আমি ঠিক শিখে নেবো।

নীল॥ হ্যাঁ, বরাতে সবই তো হয়েছে, শুধু ঐটুকুই বাকি আছে…. ঐটুকু হোলেই ষোল আনা পূর্ণ হবে।

ভোলা॥ তোমার তো ষোল আনা পূর্ণ হয়েছে!

নীল॥ হ্যাঁ, আমার যেটুকু বাকি ছিল, তুমি এসে জোটাতেই হয়েছে—

ভোলা॥ আমায় জোটালে কেন? না জোটালেই পারতে—

নীল॥ আমি জুটিয়েছি! মনে নেই, মাহেশের রথতলায় নন্দ মিস্ত্রীর দোকানে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় তুই এসে বল্লি না, দাদা, একটা ক্যামেরা বাঁধা রেখে টাকা দেবে…

ভোলা॥ না দিলেই পারতে, তাহলে তুমিও যেমন চালের আড়তের সরকার ছিলে থাকতে, আমিও যেমন নন্দ মিস্ত্রীর assistant ছিলুম থাকতুম। তোমার সঙ্গে মুখে মুখে যেমন আলাপ ছিলো থাকতো, ব্যস্।

নীল॥ হ্যাঁ তাই থাকতো, আমি তো আর তোকে জোর করে ধরে রাখতে যাইনি, তুই-ই তো এই ব্যবসার কথাটা তুললি….

ভোলা॥ আর তুমি তখন বলেছিলে না একটু একটু ফটো তুলতে জানি….আর তোকেও আমি শিখিয়ে নেবো—শিখিয়ে তো—একেবারে মাস্টার ক'রে দিয়েছো। শুধু ঘাড়ে করে বয়ে বয়ে…

নীল ॥ (চেঁচিয়ে) বেশ বেশ, তোমাকে ঘাড়ে করে বইতে হবে না ! আমি নিজেই বয়ে নিয়ে যাবো, ভারি একটু ক্যামেরা বয়ে অত কথা শোনাবে ! বলে, দুনিয়ার কারো কথা সহ্য করিনি তুইতো কোন ছার !

ভোলা ॥ তোমার কথাই যে সবাইকে সহ্য করতে হবে তার কি মানে আছে—

নীল ॥ না সহ্য করবে, না সহ্য করবে।

ভোলা ॥ ঠিক আছে, বলছি তো হাত দোবো না। (pause) তুমিও আমাকে ক্যামেরা ধরতে ডাকবে না। (একপাশে উঠিয়া গেল)

নীল ॥ ভয় দেখাচ্ছিস্ ! আমার হাত-পা যতদিন ঠিক থাকবে, ততদিন আমি কাউকে ভয় করি না জানবি। তোকে বসিয়ে রেখে দিয়ে, আমি পারি কিনা দেখাবো।

ভোলা ॥ তাই দেখিয়ো ··

নীল ॥ (চেঁচিয়ে) চুপ কথা বলবি না মুখের ওপর। আবার বড় বড় কথা শেখা হয়েছে, সিনেমা—বায়োস্কোপ দেখে দেখে এই সব হয়েছে····।

ভোলা ॥ হ্যাঁ—আমি রোজই তো বায়োস্কোপ দেখতে যাই—

নীল ॥ যাস্ই তো ··প্রায়ইতো এসে বলিস্ দাদা অমুক ছবি দেখে এলুম, তমুক ছবি দেখে এলুম—উত্তমকুমার কি acting টাই করলো, যা-না উত্তমকুমার হোগে যা-না, এখানে মরছিস্ কেন ?

ভোলা ॥ গেলে কি আর আটকে রাখতে পারবে—

নীল ॥ আমি তোকে আটকে রেখে দিয়েছি। তুই কি দু-বছরের ছেলে যে তোকে আমি আটকে রেখে দেবো ?

ভোলা ॥ (একটু আস্তে) ঠিক আছে, জানা রইলো—

নীল ॥ জেনে রাখো

ভোলা ॥ জানা রইলো....

নীল ॥ জেনে রাখো। (বলতে বলতে দুজনে ঘরের দুদিকে চলে যায়)

[কাকার প্রবেশ]

কাকা ॥ কৈ ? (প্রচুর পরিমাণে পাউডার মাখিয়া আসিয়াছে, কালো রং-এর ওপর সাদা প্রলেপ-এর মত মনে হইতেছে নীলমণি ও ভোলা এই দেখে হাসিতে ফেটে পড়ে) কেতো পাউডার মাখিয়ে দিয়েছে, বল্লে বড্ড কালো রং আমার ভালো ছবি উঠবে না....

[ভোলা নীলমণির দিকে চেয়ে ফ্যাক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল]

নীল ॥ (ভোলাকে) নে ক্যামেরাটা ঠিক কর—

[ভোলা কোন কথা না বলিয়া হাসিতে হাসিতে ক্যামেরাটা ঠিক করিতে লাগিল]

নীল ॥ (কাকাকে) এদিকে এস....

কাকা ॥ কোনখানে ফটোক তুলবে ?

নীল ॥ ঐ খানটাতে বোসো...

[কাকা তক্তাপোষে বসিল]

কাকা ॥ এই সিল্কের জামাটা পরে কি রকম মাইনেছে বলতো ?

ভোলা ॥ (ক্যামেরা ঠিক করিতে করিতে) যা মাইনেছে না—

কাকা ॥ তুমি চুপ্ কর ?

নীল ॥ (ক্যামেরায় চোখ দিয়া) বেশী নোড়ো না—

কাকা ॥ না—(স্থির হইয়া বসিল)

নীল ॥ বেশ, একটু ভালো হ'য়ে বোসো—একটু বেশ রাজা রাজা ভাব নিয়ে।

[কাকা খুব ঝাঁকিয়ে বস্লো]

ভোলা ॥ হাতে একটা তরোয়াল থাকলে যা মানাতো না—

কাকা ॥ তোমায় টুক্রো টুক্রো করে কেটে ফেলতুম—

নীল ॥ আঃ, বেশী কথা বোলো না—ভোলা আলোটা থাইয়ে দে।

কাকা ॥ না—এই যে তোমায়—(ভোলা আলো দিল)

নীল ॥ একটু হাসো—(কাকা হাস্লো) এযে আলো খায় না।

ভোলা ॥ আহা—

নীল ॥ Ready, One, two, three—ব্যস হয়ে গেছে। খুব ভালো ছবি উঠেছে।

কাকা ॥ দাও কট্‌ক দাও, কট্‌ক দাও।

নীল ॥ কটক এখন কোথায়।

কাকা ॥ কেন ঐ বাক্সটায় মধ্যে ?

নীল ॥ আজ হবে না কাল এসো।

কাকা ॥ ঠিক আছে আমি কাল সকালেই আসব।

[কেভোর প্রবেশ]

কেভো ॥ কাকায় ছবি তোলা হয়ে গেল ?

ভোলা ॥ এই শেষ হোলো—

কেভো ॥ বাঃ, আমায় দেখা হোলো না—

নীল ॥ দেখবি আবার কি ? কটো তোলা দেখিসনি কখনও।

ভোলা ॥ মানে কাকার ছবি তোলাতো দেখেনি কখনও। তোর কাকার ছবি তোর চেয়ে ফরসা উঠবে দেখবি—।

কেভো ॥ দেখলে কাকা, ঐ জন্যেই তোমায় পাউডার মাখতে বলেছিলুম ।

কাকা ॥ কেভোটার বুদ্ধি আছে মাইরী।

নীল ॥ বুদ্ধি বলে বুদ্ধি। আমাদের এক হাটে কিনে এক হাটে বেচতে পারে। (D. Room-এ গেল)

ভোলা ॥ কাকাবাবু—

কাকা ॥ কি।

ভোলা ॥ না, বলছিলুম দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কাকা ॥ হ্যাঁ যাচ্ছি, তোমার এখানে কি থাকতে এসেছি! তুমি আমায় খেতে দেবে? কাল সকালে আমার ফটোক চাই-ই ।

ভোলা ॥ দাদাকে বলে যাও—

[নীলমণির প্রবেশ]

নীল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ এখন বাড়ী যাও, কাল সকালে এস।

কাকা ॥ সকাল বেলায় কখন আসবো ?

নীল ॥ ৮'৯ টার সময়।

কাকা ॥ ঠিক আছে, ঐ ৮।৯ টার সময় আমি আসছি, ছবি ভালো হওয়া চাই কিন্তু।

ভোলা ॥ যেমন চেহারা তেমন হবে তো?

কাকা ॥ তোমার চেয়ে কি আমার চেহারা খারাপ?

নীল ॥ আঃ ভোলা....ঠিক আছে, কাল সকালে এসে দেখো, কেমন কটো হয়েছে।

কাকা ॥ আচ্ছা, কাল আমি আসছি, কিন্তু তোমার ঐ ভোলা না সাধের নাউ খোলা যেন আমার সঙ্গে কথা না বলে, অপগণ্ড গোমুখ্যু কোথাকার। [কাকা ও কেতোর প্রস্থান]

[ভোলা বাইরের দিকে যেতে চায়]

নীল ॥ এই কোথায় যাচ্ছিস্ ?

ভোলা ॥ একটু বাইরেটা ঘুরে আসছি।

নীল ॥ এখনও রাগ পড়েনি বুঝি !

ভোলা ॥ রাগ হয়নি তো।

নীল ॥ তবে কি হয়েছে ?

ভোলা ॥ দুঃখু...

নীল ॥ যাক্, তুই তাহলে আমার কথাতেও দুঃখু পাস !

ভোলা ॥ দুঃখু দিলে পাবো না !

নীল ॥ আচ্ছা ভোলা, তুই আমার শুধু দুঃখু দেওয়াটাই দেখলি আর কিছু দেখতে পাস্ না....

ভোলা ॥ সেগুলোতো শরীরে মিলিয়ে থাকে...

নীল ॥ এ আবার কি কথা বল্লি—

ভোলা ॥ এ তোমায় ঠিক বোঝাতে পারবো না—

নীল ॥ আমি বুঝেছি....যে বেশী ভালবাসে সে যদি কিছু বলে বড্ড লাগে নারে ?

[ভোলা নীলমণির মুখের দিকে চেয়ে ঘাড়টা নাড়লো, মনে হয় চোখটা বুঝি চক্ চক্ করছে]

আচ্ছা, তোকে যখন আমি বকি তুই কি ভাবিস আমার খুব আনন্দ হয় ?

ভোলা ॥ কি জানি....

নীল ॥ এত কথা জানিস্ আর এটা জানিস্ না ?

ভোলা ॥ তোমার কথা আমি কি করে জানবো বলো ?

নীল ॥ আমার কোন কথাটা তুই জানিস্ না ?

ভোলা ॥ না, এটা তোমার একেবারে মনের কথা ।

নীল ॥ হ্যাঁ, এটা আমার একেবারে মনের কথা, তোকে কষ্ট দিলে আমারও কষ্ট হয় । তোর মুখটা শুকনো দেখলে, আমার বুকটা একেবারে শুকিয়ে যায়—

[হঠাৎ একটি মত্তপের প্রবেশ ; ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী ও গলায় ফুলের মালা ।]

মাতাল ॥ শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে যায়, মরুভূমি দেখেছেন...দেখেননি তো ? সোজা চলে যান, ১৭।১ রাজ রাজেশ্বর স্ট্রীটে ; মরুভূমি হয়ে গেছে—রাজ রাজেশ্বরের জায়গায় মরুভূমি—ভাবতে পারেন ?

নীল ॥ কি হয়েছে আপনার ?

মাতাল ॥ আমার কি হবে ? আমার কিছু হলে কি এখানে আসতে পারতুম ? হয়েছে প্রভাত ঘোষালের—প্রভাতের বাড়ীতে—আজ অন্ধকার—ভাবতে পারেন ? কদিন ধরে টিম টিম কোরে আলো জলছিল—আজকে সবাই বলছে আলো নাকি আর জলছে না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আলো এখনও ঠিকই জলছে, আপনারা আমার সঙ্গে দেখবেন চলুন ।

নীল ॥ বসুন, বসুন আপনি।

মাতাল ॥ এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন ?

নীল ॥ ভোলা, এক গেলাস জল দেতো। (বসার পর) এখানে আপনার কি দরকার ? (ভোলা জল দিল)

মাতাল ॥ এখানেই তো দরকার—প্রভাত ঘোষালের বৌয়ের একটা ছবি তুলতে হবে—তার একটাও ছবি নেই, খুব ভালো করে সাজানো হয়েছে—ফুলশয্যার রাত্রির মতো।

নীল ॥ বডি কোথায় ?

মাতাল ॥ মহাপ্রস্থানের পথে (নীলমণি ও ভোলা হাসে মাতালও হাসে)—দেখুন, খুব ভালো করে ছবি তুলে দিতে হবে—ছবিটা দেখে প্রভাত ঘোষাল যেন সব ভুলে থাকতে পারে। টাকা পাবেন, ভালো টাকা পাবেন, ক্যানসারের ছবি তুলে তুলে ডাক্তাররা আমার অনেক টাকা খরচ করিয়ে দিয়েছে। কিছু টাকা জোগাড় করেছি এই ছবিটা তোলার জন্যে, আর কিছু টাকা জোগড় করতে হবে প্রভাত ঘোষালের ছ বছরের ছেলেটাকে একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দেবার জন্যে—কি বলেন ? (নীলমণি ও ভোলা বুঝতে পারে যে এ-ই প্রভাত ঘোষাল)

নীল ॥ দেখুন আমরা বুঝতে পেরেছি, যে আপনিই প্রভাত ঘোষাল।

প্রভাত ॥ এতে না বোঝার কি আছে brother ? সবাইতো জানে আমি প্রভাত ঘোষাল, আমার বৌ ক্যানসার রোগে ভুগে ভুগে আজ মারা গেছে, আমার ৬ বছরের একমাত্র ছেলেকে

রেখে—আমার বংশধর—এখন আমার last duty তাকে মানুষ করা, মানুষ তো করতে হবে তাকে, কি বলেন ?

নীল ॥ নিশ্চয়ই—(নীলমণির চোখ ছলছল্ করে)

প্রভাত ॥ তবে মানুষ ক'রে লাভই বা কি—আমাকেও তো আমার বাবা graduate করিয়েছিল, একটা Bank-এ চাকরী পেলুম, মাসে মাসে কিছু টাকা আসতে লাগলো, ব্যস মানুষ হয়ে গেলুম—তারপর বাবা দড়াম করে একটা মেয়েকে গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে কিছু দেনার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, ভালো করে ঘানিতে জুতে দিয়ে—কেটে পড়লো—কিছুদিন যেতে না যেতেই এলো আমার বংশধর। আর বংশধর যখন তিন-বছরের তখনই তার মায়ের ওপর শুরু হোল ক্যানসার রোগের আক্রমণ—তিন বছর—three years ধরে চললো Cancer war। এই প্রভাত ঘোষাল তিন বছর ধার কোরে কোরে যুদ্ধের রসদ জুগিয়ে চললো, কিন্তু পারলো না, কিছুতেই রুখতে পারলো না শত্রুকে, আজই অপরাহ্ণে প্রভাত সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো।

নীল ॥ ছেলে এখন কোথায় ?

প্রভাত ॥ না না না, তাকে এখানে নিয়ে আসিনি, মায়ের মুখে আগুন দেবার জন্যে তাকে নিয়ে আসতে পারিনি। তাকে কিছু জানতে দেওয়া হয়নি, আমার এক বন্ধু সরিয়ে নিয়ে গেছে। (Pause) জানেন, ধার করেছি অনেক, আরও ধার করব, আরো ধার করে ছেলেকে মানুষ করতে হবে, এমন মানুষ করতে হবে যেন আমার এই ধার করা টাকা সুদ সমেত শোধ

করবার মত সামর্থ্য যেন তার হয়। আমাকেও তো আমার বাবারই মত দেনার বোঝাটা ছেলের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে ভালো করে ঘানিতে জুতে দিয়ে মরে পড়তে হবে। ভাববেন না আমি নেশা করে'ছ, আমি নেশা করি না, আমি জীবনে মাত্র তিনবার মদ খেয়েছি—বিয়ের রাত্রে একটু, ছেলে যেদিন হোল সেদিন খানিকটা আর আজ প্রচুর খেয়েছি—আর কোন দিন খাবো না—আর খেলে ছেলেটাকে কে দেখবে? আমাকেই তে দেখতে হবে, কি বলেন? কিন্তু—কিন্তু এখন গিয়ে ছেলেটা যদি মার কথা জিজ্ঞেস করে কি বলবো বলুন তো, তার সামনে কি করে দাঁড়াই বলুন তো—

[চোখ মুছিতে লাগিল, নীলমণি বিহ্বল হইয়া আছে]

নীল॥ প্রভাতবাবু চলুন—

প্রভাত॥ চলুন—অনেক দেরী হয়ে গেছে—ফুলগুলো সব শুকিয়ে যাবে, এই নিন্ এই কটা টাকা রেখে দিন—এ-ও আমার বাবের টাকা, এখন আমার। চলুন, তাড়াতাড়ি করতে হবে, ছেলেটা না খেয়েই হয় তো ঘুমিয়ে পড়বে, এখন আমাকেই তো সব দেখতে হবে। ওতো মরে নিশ্চিন্দি হোল, কিন্তু আমি তো আর নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে পারি না, কি বলেন? চলুন, চলুন, (যাইতে উদ্যত, পুনরায় ফিরিয়া নীলমণিকে) এই বলুনতো, ছেলেটা যদি জিজ্ঞাসা করে "বাবা, মাকে তুমি কোথায় রেখে এলে?" তখন আমি কি বলবো বলুন তো! (নীলমণি চুপ) বলুন না, please বলে দিন না আমাকে আমি ছেলেটাকে কি বলব—(নীলমণিকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল)

ভোলা ॥ দাদা চলো—

নীল ॥ নে, ক্যামেরাটা নে।

ভোলা ॥ (তুলিয়া) দাদা, ক্যামেরাটা আজ বড্ড ভারি মনে হচ্ছে।

প্রভাত ॥ (হাসিয়া) আমার কান্নাটা বোধ হয়, ওর চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছে।

[ভোলা ম্লান হাসিল, নীলমণিও তাই, তারপর ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে গেল সবাই। নেপথ্যে মাঝির গান শোনা গেল।]

[নীলমণি-ভোলা বেরিয়ে যাওয়ার পর রাত্রি খানিকটা গভীর হোল। নীলমণি ও ভোলা ফিরিয়া আসিল, ভোলার কাঁধে ক্যামেরা। ক্যামেরা রাখিল]

ভোলা ॥ তুমি পেট ভরে খেলে না কেন দাদা ?

নীল ॥ ইচ্ছে করছিলো নারে।

ভোলা ॥ তোমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে, না দাদা ?

নীল ॥ না তো—

ভোলা ॥ হ্যাঁ, তুমি এক দৃষ্টে প্রভাত ঘোষালের বৌয়ের দিকে চেয়ে দেখছিলে. তখনই বুঝেছি তোমার একটা কিছু হয়েছে, নইলে কখনও তো তুমি বড়ির দিকে চেয়ে থাকো না !

নীল ॥ ভোলা, ঐ প্রভাত ঘোষালের বৌয়ের মুখে তোর বৌদির মুখের খানিকটা আদল আছে। বিশেষ করে এই দিকটায় (হাত দিয়া দেখাইল) হাসতে গেলে গালে টোল পড়তো, আবার কাঁদলেও টোল পড়তো, আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো বৌটা একটু হাসুক।

ভোলা ॥ (একটু হাসলো)

নীল ॥ হ্যাঁরে, তোর বৌদি তো কতদিন হোল মারা গেছে, এখনও কিন্তু আমার সব স্পষ্ট মনে আছে।

ভোলা ॥ প্রভাতবাবু কিন্তু ওর বৌকে খুব ভালোবাসতো।

নীল ॥ আর বৌটা! বৌটার মুখটা দেখছিলি না, কিছুতেই ছেড়ে যেতে চাইছে না, তবু ছেড়ে যেতে হচ্ছে উপায় নেই।…উপায় নেই।

ভোলা ॥ আচ্ছা দাদা, ফটো তোলার আগে প্রভাতবাবু বৌয়ের কানে কানে কি বল্লো?

নীল ॥ বৌকে শেষ আদর করলো।

ভোলা ॥ কি বল্লো?

নীল ॥ —ফুলশয্যার রাতে বৌকে প্রথম যে কথা বলেছিলো, শ্মশানেও আজ শেষ কথা, ঠিক তাই বলেছে।

ভোলা ॥ কি কথা?

নীল ॥ তোমায় বেশ মানিয়েছে—(নীলমণির কান্নায় গলা ধরে এল)

ভোলা ॥ আচ্ছা দাদা, প্রভাত ঘোষাল বাঁচবে কি করে?

নীল ॥ ওরে এর নাম হোল শ্মশান—যাকে কেউ সান্ত্বনা দিতে পারে না, শ্মশান তাকে সান্ত্বনা দেয়—কত লোক দেখবি হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে এসে শ্মশানে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তুই গঙ্গার দিকে দুদণ্ড চেয়ে বসে থাক, দেখবি সব ভুলে গেছিস।

ভোলা ॥ ও, তাই বুঝি তুমি গঙ্গার ধারে গিয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকো।

নীল ॥ আমার কথা বাদ দে, (কিছুক্ষণ পরে) এই গঙ্গার ঘাটে কত কি যে ঘটে তা কেউ জানতেই পারে না, আমরা শুধু সাক্ষী হয়ে থাকি।

ভোলা ॥ মাঝে মাঝে মনটাকে একেবারে মুচড়িয়ে দেয়।

[আসিয়া আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল]

['—ধীরে ধীরে ভোর হইল—কড়া নাড়ার আওয়াজে ওরা জাগিয়া বসিল]

ভোলা ॥ কে রে বাবা। বাড়ীওলাতো—

নীল ॥ না না, বাড়ীওলা আসবে কেন ?

ভোলা ॥ হরিবোলও তো শুনতে পাইনি দাদা যে বডি আসবে ?

নীল ॥ বলা যায় না। হয়তো আস্তে আস্তে এসেছে।

[ভোলা উঠে গেল]

ভোলা ॥ (দরজা খুলিয়া) কাকাবাবু—

[কাকাবাবু কোন কথা না বলিয়া ভেতরে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিল]

কাকা ॥ (নীলমণিকে) আমায় কটোক দাও।

নীল ॥ এখনও তো ভালো কোরে ভোর হয়নি !

কাকা ॥ আমি সারারাত ঘুমোইনি।

ভোলা ॥ সারারাত জেগে কি করলে ?

কাকা ॥ শুধু চা খেয়েছি, দাও কটোক দাও।

নীল॥ (বিরক্ত) আরে ছ্যাং, এখন ছবি কোথায়, ছবি এখন জলে—

কাকা॥ কেন? ছবি জলে কেন?

ভোলা॥ ছবি এখন চান করছে, চানটান করে উঠুক, তার পর তো!

কাকা॥ চান করে আবার চুল শুখোবিনি তো? (দু-জনে হাসিয়া উঠিল) ঠিক আছে, একটু বেলায় আসছি। (কাকার প্রস্থান)

নীল॥ কাকাবাবু রসিক পুরুষ। চল, উঠেই যে কালে পড়া গেছে, মুখ হাত পা ধুয়ে আসি।

ভোলা॥ বেলা ক'রে আমি একটু বেরুবো।

নীল॥ কোথায় বেরুবি?

ভোলা॥ সিনেমার টিকিট কাটতে।

নীল॥ তুই মাসে কটা সিনেমা দেখিস্? এই তো সেদিন দেখে এলি।

ভোলা॥ এবার আমার পালা।

নীল॥ ওঃ, তোমার পালা! কই, আমাকে তো কখনও একটা ছবি দেখালি না?

ভোলা॥ তুমি দেখবে, দাদা?

নীল॥ আমাকে আর ছবি দেখাতে হবে না, আমি শ্মশান ঘাটে গিয়ে দেখবো। ওখানে খুব ভাল ভাল ছবি মুক্তি পায়।

ভোলা॥ এর পর আর কি কথা বলবো দাদা?

নীল॥ আর কিছু বলতে হবে না—গামছাটা দে একেবারে চানটাও সেরে আসি—(বেরিয়ে গেল)

[রাণীর প্রবেশ]

রাণী ॥ কাল থেকে তোমাকে বাবা ডাকছে, আসছো না কেন বলো তো ?

ভোলা ॥ গেলেই তো সেই এককথা—

রাণী ॥ তুমিই বা পষ্টাপষ্টি বলছো না কেন বাবাকে ?

ভোলা ॥ কি বলবে ?

রাণী ॥ তোমার মনের ইচ্ছেটা—

ভোলা ॥ বলে লাভ কি ?

রাণী ॥ কেন ?

ভোলা ॥ দাদাকে তো চেনো ?

রাণী ॥ তা বলে আমার বাবা আমার জন্যে ভেবে ভেবে মরে যাবে, তবু তুমি গিয়ে বলবে না !

ভোলা ॥ না, আমি এখন বলবো না, যখন সুবিধে হবে তখন বলবো ।

রাণী ॥ আমি মরে গেলে তোমার সুবিধে হবে !

ভোলা ॥ সে তো আমিও মরে যেতে পারি ।

রাণী ॥ না, তুমি এখুনি বলবে চলো—(হাত ধরিল)

ভোলা ॥ দাদা মহারাজকে কি বলেছে শুনেছ তো ?

রাণী ॥ হ্যাঁ, মহারাজ আমার বাবাকে গিয়ে বলেছে ।

ভোলা ॥ তোমার বাবা কি বল্লেন ?

রাণী ॥ বাবা রেগে গিয়ে বল্লেন, নীলমণিটা পাগোল হয়ে গেছে । জানো তোমাকে বাবা এখানে থাকতে বারণ করেছে ।

ভোলা ॥ কোথায় থাকবো ?

রাণী ॥ কেন, আমাদের কাছে।

ভোলা ॥ ছ্যাং! মাথা খারাপের দল!

রাণী ॥ আমার বাবার মাথা খারাপ বল্লে?

ভোলা ॥ তোমার বাবা আমার দাদাকে পাগোল বল্লে কেন?

রাণী ॥ পাগোলই তো, একশোবার পাগোল, নিজের ছেলের বৌ কি করেছে—তার ঠিক নেই, দুনিয়া শুদ্ধু মেয়ে অমনি খারাপ—তোমার বাবাকে আজ বলতেই হবে।

ভোলা ॥ পারবো না।

রাণী ॥ কেন পারবে না?

ভোলা ॥ (বিরক্ত) বলছি আমি এখন পারবো না!

রাণী ॥ বেশ, তোমার সঙ্গে তা হলে কথা বলবো না।

ভোলা ॥ বোলো না!

রাণী ॥ (হাত ধরে উত্তেজিত) তাহলে যখন তখন বলো কেন, রাণী তোকে নিয়ে ওখানে গিয়ে থাকবো, সেখানে গিয়ে থাকবো, তোকে সত্যি রাণী করে রাখবো,—আর বলবে না তুমি!

ভোলা ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বোলবো না।

রাণী ॥ হ্যাঁ বোলবে না, কোন দিন বলবে না, মিথ্যুক, মিথ্যুক কোথাকার! মিথ্যুক—

[কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়]

[সঙ্গে সঙ্গে নীলমণি ঢোকে]

নীল ॥ গঙ্গায় জোয়ার এসেছে সাবানটা দে; আজ একটু সাবান মেখে চান করবো।

ভোলা ॥ Dark Room-এ আছে।

নীল ॥ (বিরক্ত হয়ে) Dark Room-এ কেন, এবার থেকে Dark Room-এর জিনিস বাইরে রেখে, এখানকার জিনিস Dark Room-এ রেখো। (Dark Room-এ ঢুকে গেল)

[হঠাৎ রাণী ঢুকলো]

রাণী ॥ রাগ হোক আর যাই হোক, আজ বায়স্কোপ যাওয়া হচ্ছে তো?

ভোলা ॥ (ভয়ার্তস্বরে) দাদা! [উঠে দাঁড়িয়ে ইসারা করিল যেদিকে দাদা আছে, রাণী ভয়ে D. Room-এর দিকে ছোটে, ভোলা ওকে ধরে বাইরে দরজার দিকে নিয়ে গেল, রাণী পালালো। ভোলা counter-এর কাছে এসে দাঁড়াল। কিছু পরে নীলমণি D. Room থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে যেতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে বলে]

নীল ॥ ভোলাবাবুর রাগ হয়েছে বুঝি!

[নীলমণি বেরিয়ে যায় পরে ভোলাও বেরিয়ে যায় তাড়াতাড়ি]

[হঠাৎ গান গাইতে গাইতে বিশম্ভরের প্রবেশ]

"পারের কড়ি না দিলে ভাই
মুক্তি তোমার হবেক নাই
যেতে তুমি পারবে না ভাই
যতই কর যাই যাই।"

[বিশম্ভর গান গাইতে গাইতে চারিদিকে চনমন ক'রে দেখিতে লাগিল, তারপর নীলমণির ক্যাশবাক্স খুলে দুটো ১০ টাকার নোট ট্যাকে গুঁজে চারিদিকে লক্ষ্য রেখে বেরিয়ে গেল....

গাইতে গাইতে ভোলা ঘরে এসে ঢুকল। কেতো পেছন দিক থেকে দৌড়ে এসে বল্লো।]

কেতো ॥ ভোলাদা, কাকার ছবি কখন পাওয়া যাবে ?

ভোলা ॥ যা পাওয়া যাবে না যা—ফুকোটসে ছবি তুলে তার ওপর আবার ভাগাদা—

কেতো ॥ দিয়ে দাওনা বাবা ছবিটা, কাকা চলে যাক, কাকা থাকলে ··

ভোলা ॥ বিড়ি ফোঁকার অসুবিধা হচ্ছে ?

কেতো ॥ ছেৎ! আমি বুঝি বিড়ি খাই····বড়দা বলে দিয়েছে নেশা করলে বুদ্ধি থাকে না।

ভোলা ॥ বড়দার কথা শুনে তুইতো একেবারে উলটে যাস !

কেতো ॥ সত্যি বলছি আমি বড়দার কথা শুনি, এখন আমি বেশী চা-ও খাই না।

ভোলা ॥ বাঃ, খুব ভালো ছেলে···· এখন যাও দিকিনি মাণিক····

কেতো ॥ ছবিটা দিয়ে দাওনা—

ভোলা ॥ বলছি এখন হবে না—

[কেতো ভোলার কানে কানে কি বলে ছুটে পালিয়ে যায়]

ভোলা ॥ কেতো····কেতো (বলে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যায়)

নীলমণি ॥ ভোলা, ভোলা, বাঃ দোকান খালি····কেতো, কেতো।

[কেতোর প্রবেশ]

নীল ॥ ভোলা কোথায় রে ?

কেতো ॥ ডেকে দেবো ?

নীল॥ থাক, ভাড়ার টাকাটা দিচ্ছি নিয়ে আয় তো…

কেতো॥ দাও বড়দা….

[নীলমণি ক্যাশ বাক্স খুলিল, বাক্স খুলিয়া এদিক ওদিক হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিল]

নীল॥ এইখানেই তো ছিল। (খুঁজিতে লাগিল) গেল কোথায় ? কে নেবে !….(আবার খুঁজিতে লাগিল) না, নেই তো—বাড়ী ভাড়ার টাকা….আলাদা কোরে রাখলাম….। হ্যাঁরে, তোর ভোলাদা কোথায় ?

কেতো॥ পুরুত কাকার সঙ্গে কথা বলছে।

নীল॥ ডেকে দেতো….(কেতোর প্রস্থান। পুনরায় এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল।)

[বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুজির পর, নীলমণি আসিয়া cash বাক্সের কাছে দাঁড়াতেই ভোলা ঢুকে জিজ্ঞাসা করলো]

ভোলা॥ কি হোল ?

নীল॥ হ্যাঁরে, বাড়ীভাড়া দেবো বলে ২০ টাকা রেখে দিয়েছিলুম ক্যাশ বাক্সের ভেতরে, পাচ্ছি না এখন।

ভোলা॥ সেকি, আমি জানি না তো….

নীল॥ তাহলে কি উবে গেলো ?

ভোলা॥ ঘরেও তো আর কেউ আসেনি এর মধ্যে। গেল কোথায় ?

[খুঁজিতে লাগিল]

নীল॥ আমি সব খুঁজেছি।

ভোলা॥ আশ্চর্য তো—

নীল ॥ ঘরে দুটি প্রাণী, টাকাটা উবে গেল, অথচ আমরা কেউ জানি না, বাঃ—

ভোলা ॥ আমি কি করে জানবো বলো।

নীল ॥ বাক্সে চাবি দিয়ে রাখতে পারো না—

ভোলা ॥ তুমিই তো চাবি দাও—

নীল ॥ (চেঁচিয়ে) আমার একার দায়িত্ব! তুমি শুধু ফুর্তি করে বেড়াবে?

ভোলা ॥ আমায় ফুর্তি করতে কবে দেখলে, দাদা?

নীল ॥ আজকেই তো ফুর্তি করতে যাচ্ছিস।

ভোলা ॥ একটা বায়স্কোপ দেখলে কি আর ফুর্তি করা বলে?

নীল ॥ বলে বৈকি। একা একা গিয়ে দেখে এলি, আলাদা কথা। আবার ঘাড়ে কোরে সব নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তোর এত কি পয়সার জোর?

ভোলা ॥ দাদা, তোমার এ কথাটা ভালো লাগলো না—

নীল ॥ সত্যি কথা বল্লেই গায়ে লাগবে।

ভোলা ॥ কি সত্যি কথা?

নীল ॥ যা বল্লুম—

ভোলা ॥ তার চেয়ে স্পষ্ট বলো না দাদা, যে তোমার ২০ টাকা নিয়ে আমি সবাইকে বায়োস্কোপ দেখাচ্ছি—

নীল ॥ নিজের চোখে দেখলে নিশ্চয় বলতুম।

ভোলা ॥ তোমার সন্দেহতো হয়েছে যে আমি নিয়েছি।

নীল ॥ সন্দেহ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক, হয় তুমি নিয়েছ নয় আমি নিয়েছি।

ভোলা ॥ আমি নিয়েছি····

নীল ॥ সে তুমিই জানো—

ভোলা ॥ এতে জানাজানির কি আছে, তুমি যে কালে সন্দেহ করেছ।

নীল ॥ (হঠাৎ) বেশ করেছি, টাকা চুরি গেলে বলবো না—

ভোলা ॥ তা বলে তুমি আমায় চোর বলবে, আজ পর্যন্ত তোমার কত টাকা চুরি করেছি, বলো, কত টাকা চুরি করেছি ?

নীল ॥ এখন ২০ টাকা কি উবে গেল ?

ভোলা ॥ (চেঁচিয়ে) তা বলে আমি নিয়েছি ?

নীল ॥ চেঁচাচ্ছিস কেন ?

ভোলা ॥ চেঁচাবো না—আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে যা বলেনি, তুমি তাই বল্লে ?

নীল ॥ হঁ্যা নিয়েছিস—এই মাত্র তো ঐ ধিঙ্গি মেয়েটা বলে গেল সিনেমা যাওয়ার কথা—

ভোলা ॥ বলুক গে, তা বলে তোমার টাকা চুরি ক'রে নিয়ে যাবো—

নীল ॥ হঁ্যা, চুরি করেছিস !

ভোলা ॥ হঁ্যা, তোমার ছেলের বৌ নিজেকে চোর বোলে-তাড়িয়ে দিয়েছে কিনা—

নীল ॥ ভোলা ! (চীৎকার কোরে চড় মারলো)

ভোলা ॥ কেন তুমি আমাকে চোর বল্লে ?

নীল ॥ বেশ করেছি, তুই তো নিয়েছিস কুড়ি টাকা।

ভোলা ॥ হঁ্যা, তোমার মত আমি বাজারে টাকা চুরি-করতে

যাইনি, এখন বুঝতে পারছি ছেলে-বৌ তোমার সঙ্গে কেন থাকতে পারে নি।

নীল॥ তুই ছেলে-বৌর কথা তুললি! (ভোলাকে চড় মেরে চীৎকার করে বলে) বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা, তোকেও থাকতে হবে না আমার সঙ্গে—

ভোলা॥ তোমার সঙ্গে কেউ থাকতেও পারবে না।

নীল॥ আমিও চোরের সঙ্গে থাকতে চাই না—

ভোলা॥ আমিও চাই না তোমার সঙ্গে থাকতে, না খেতে পেয়ে মরবো তবু তোমার সঙ্গে থাকবো না!

নীল॥ না থাকবি, না থাকবি, ভয় দেখাসনি! তুই ভাবিসনি, যে তোকে ছাড়া আমার চলবে না। খুব চলবে—পয়সা ফেললে তোর মত হাজারটা ভোলা এসে জুটবে।

ভোলা॥ কেউ জুটবেনা, কেউ জুটবে না, আমি বলে দিয়ে গেলুম, তোমার কাছে কেউ জুটবেনা, তখন ছেলে-বৌয়ের ঘাড়ে দোষ দিয়েছিলে, এখন আমি সব বুঝতে পারছি।

নীল॥ ভোলা খবরদার! তুই ছেলে-বৌএর কথা তুলবি না—তোকে আমি খুন করে ফেলে দেবো! (নীলমণি ভোলাকে মাটিতে ফেলে চড় কিল লাথি মারে, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে) তুই এখনই আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যা, আমি....আমি তোর মুখ দেখতে চাই না—জন্মে দেখবো না।

ভোলা॥ দেখতেও হবে না। (কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল)

নীল॥ নেমোখারামের জাত! ঐ ডাইনিটাই সর্বনাশ করেছে —দূর হ সব দূর হ, আমি একা থাকব....বড্ড তেল হয়েছে!

দুনিয়ায় কাউকে নিজের ভাববার যো নেই—যেই ভেবেছো অমনি মরেছো ! [বিশ্বম্ভরের প্রবেশ]

বিশ্ব ॥ কে আবার মরলো ?

নীল ॥ সবাই—

বিশ্ব ॥ তাহলে তো আপোদ চুকে যায়—

নীল ॥ চুকিয়ে দোবো, মহারাজ। আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলা… বেশ করেছে আমার ছেলে বৌ তাড়িয়ে দিয়েছে, তাতে তোর কি রে ?

বিশ্ব ॥ ঐ ভোলা তো। আজকাল একটু বিগড়োচ্ছে—

নীল ॥ মরুকগে, ডাইনীর পাল্লায় পড়েছে—

বিশ্ব ॥ কে, রাণী ?

নীল ॥ রা—ণী—মেথরাণী।

বিশ্ব ॥ তবে কি জানো নীলমণি, যাই হয়ে থাক, ভোলা তোমাকে কিন্তু—

নীল ॥ ওর নাম করবে না আমার কাছে—মাথায় উঠেছিল—কুকুরের মত লাথি মেরে দূর কোরে দিয়েছি।

বিশ্ব ॥ দূরে কি আর সরিয়ে রাখতে পারবে ?

নীল ॥ খুব পারবো খুব পারবো—বলে নিজের ছেলেকে—

বিশ্ব ॥ কিন্তু ভোলা তো তোমার ছেলে নয়, সে তো তোমার প্রাণ। প্রাণ ছাড়া কি জীবন বাঁচে ?

নীল ॥ রাখো দিকিনি তোমার বোলচাল—প্রাণ ! কুকুর, খেতে দাও চুপ করে পড়ে থাকবে—ল্যাজে পা পড়েছে কি অমনি ঘেউ ঘেউ করে উঠবে—। যা—এবার রাস্তায় গিয়ে ঘেউ ঘেউ কর।

বিশ ॥ আহা, রাস্তাতেই তো ছিলো, তুমিই তো সোহাগ দেখিয়ে ঘরে এনেছিলে।

নীল ॥ ভুল হয়েছে, সেটাই ভুল হয়েছে—

বিশ ॥ কিছু ভুল হয়নি নীলমণি, ওরকম একটু হয়—বলে সাত পাকে বাঁধা জিনিসই মাঝে মাঝে উল্টো পাক খায়—

নীল ॥ চুপ কর মহারাজ,তোমার সন্ন্যাসি বোলচাল ভাল লাগে না, ভাল লাগে না। [হঠাৎ চীৎকার করতে করতে রাণী ঢুকলো]

রাণী ॥ দাদা, দাদা, শিগগির চলো, ভোলা দা—ভোলা দা—

নীল ॥ কি হয়েছে, ভোলাদার কি হয়েছে —বল না—

রাণী ॥ ভোলাদা জলে ডুবে—(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

বিশ ॥ সে কি! (বিশ্বম্ভর ছুটলো)

নীল ॥ [হতবাক] তুই কি বলছিস ?

রাণী ॥ তুমি তাকে কি বলেছিলে বলো দাদা, কেন সে এমন করলো—বলো, বলো, বলো দাদা, বলো—[কান্নায় ভেঙে পড়ে]

নীল ॥ [পাথরের মত স্তব্ধ] আমি কি বলবো!

রাণী ॥ [কান্নায়] আমার কি হবে দাদা—

[মহারাজের প্রবেশ]

মহারাজ ॥ উঃ, সর্বনাশ হয়ে গেল—

রাণী ॥ মহারাজ—

মহারাজ ॥ কি করবে বলো ? পালাবার রাস্তা ও আর খুঁজে পেল না। যাও রাণী—বাড়ী যাও, কেঁদো না, তোমার বাবা আবার অসুস্থ, যাও। [রাণীকে ধীরে ধীরে বাহির করিয়া] নীলমণি, একবার চলো, নীলমণি—

নীল ॥ আমায় গিয়ে কি হবে—

মহারাজ ॥ যেতে তো হবেই! আবার লিখে রেখে গেছেন (পকেট থেকে চিঠি বার করল) "দাদা, এ মুখ আর তোমাকে দেখাবো না, তবে এ জীবন আর রাখলুম না, আমার অনেক দিনের সাধের শেষ ছবিটা তুলে দিয়ো, প্রণাম নিও। ইতি তোমার ভোলা।"

নীল ॥ আমি পারবো না মহারাজ! পারবো না। (পাগলের মত চায়)

বিশ্ব ॥ ঠিক আছে তোমায় যেতে হবে না—ওকে এখানেই আমরা নিয়ে আসি। ভোলা শেষবারের মত নীলমণি হালদারের ঘরটা ঘুরে যাক। তুমি বসো, আমরা এক্ষুণি নিয়ে আসছি। জয় শম্ভু। [প্রস্থান]

নীল ॥ না, না ওকে এনো না, শ্মশানে পুড়িয়ে দাও।

(নেপথ্যে—"আস্তে আস্তে—ওদিকটা, এদিকটা" এই রকমের গোলমাল আসিল—নীলমণি কাঁদছে)

বিশ্ব ॥ না না, ওখানে নয়—ওর নিজের ঘরে নিয়ে চল, ওটা ওর তীর্থক্ষেত্র বলতে পারো।

[ভোলার বডি লইয়া কাকা, কেভো, বিশ্বম্ভর, ও আর একজন ঢুকিল]

[তক্তাপোষের ওপর ভোলাকে রাখিল]

বিশ্ব ॥ নাও নাও, আর দেরী করো না—শুভস্য শীঘ্রম—। পুলিশের হাঙ্গামা হবার আগেই বডি পুড়িয়ে দিতে হবে। ওঠ নীলমণি, এস—দেরী করো না বিপদ ঘটতে পারে—পুলিশের হাঙ্গামা জানো। শেষকালে হয়তো ভোলার মা-গঙ্গার কোলেই শোওয়া হবে না....ওঠো নীলমণি—ওঠ।

নীল ॥ (দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে) সামান্য ব্যাপারের জন্যে তুই এই করলি?

বিশ্ব॥ সামান্ত বলে সামান্ত, মাত্র ২০টা টাকা! ২০০০।৫০০০ টাকা হলেও না হয় কথা ছিল।

[বিশ্বস্তর ক্যামেরা আনিয়া দিল, নীলমণি তাকালো]

নীল॥ [হাত দেখাইয়া অপেক্ষা করিতে বলিল, বিশ্বম্ভরের কাঁধে ভর দিয়া ভোলার বডির দিকে চেয়ে রইল] ওর কথাই সত্যি হোলো! (চোখে জল ভোরে এল)।

[ক্যামেরা লইয়া কোকাশ করিতে লাগিল, আগেকার কথা মনে পড়ায় নীলমণির চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল....মাইকে ভোলার আগেকার কথা শোনা যাবে "জানো দাদা, আমি বেশ মরে গেছি, প্রভৃতি—]

নীল॥ না, না আমি পারবো না—পারবো না।

বিশ্ব॥ দেখি আর কেউ পারে, আর দেরী নয়, শুভযাত্রা করি।

নীল॥ দাঁড়াও—ওকে শেষবারের মত একবার দেখতে দাও—

[নীলমণি ভোলার বডির সামনে দাঁড়ালো, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখে জল, ধীরে ধীরে ভোলার বডির সামনে বসলো]

ভোলা॥ তুই আমায় ছেড়ে যেতে পারলি? তোকে ছেড়ে আমি একলা থাকতে—পারবো না ভোলা—কিছুতেই পারবো না।

[নীলমণি ভোলাকে জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ভোলা নীলমণিকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠলো]

ভোলা॥ আমিও তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না দাদা—

[নীলমণি হতভম্ব হইয়া পড়িল,পরক্ষণেই রাস্কেল স্টুপিড্ বলিয়া চড়-চাপড় মারিতে লাগিল, উপস্থিত সবাই হাসছে, কেতোও এসে গেছে, নীলমণি ভোলাকে মারিতে মারিতে —জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—সবাই হাসছে]

ভোলা॥ কি দাদা, আমি না থাকলেও যে তোমার চলবে

বলেছিলে। তুমি না থাকলে আমার চলবে না, আর আমি না থাকলে তোমার চলবে না।

নীল ॥ নিশ্চয়ই চলবে—

ভোলা ॥ তবে 'ওরে ভোলারে' বলে কাঁদছিলে কেন ?

নীল ॥ কই কাঁদছিলাম ?

ভোলা ॥ এখনও চোখের জল শুকোয়নি দাদা—

নীল ॥ উঃ ভোলা, তুই আমাকে—(জড়াইয়া ধরিল) তোমরাও এর মধ্যে রয়েছ ?

বিশ্ব ॥ আমাদের ভোলাবাবুর ব্যাপার, না থেকে পারি ? এই নাও তোমার ২০ টাকা, এরই জন্যে তো যত কাণ্ড।

নীল ॥ মানে ?

বিশ্ব ॥ মানে আবার কি ? এক বিধবা তার একমাত্র রোজগেরে জোয়ান ছেলেকে পোড়াতে নিয়ে এসে ভেউ ভেউ করে কান্না —ঘাট খরচ নেই, কার কাছে কি শুনে আমার কাছে এসে, মহারাজ বাঁচাও বলে আছড়ে পোড়লো—আমি বল্লুম, দাঁড়াও বাবা,নাম আমার মহারাজ,কিন্তু আসলে আমি ভিখিরী—তবে আমার এক নবেধন নীলমণি আছে, গিয়ে দেখি যদি কিছু ভিক্ষে করে আনতে পারি ! বাস্, এখানে এসে দেখি তোমরা কেউ নেই, কি করি—তখন কার কাছে যাই—সামনেই ছিল cash বাক্স, খুললুম, ২০ টাকা ready ছিল, পকেটে পুরে নিলুম, ভাবলুম এখনতো কাজে লাগাই, পরে তোমাকে বলে, ভিক্ষে সিক্ষে কোরে জোগাড় করে দোব। নাও,জোগাড়ও হয়ে গেছে।

নীল ॥ ও টাকা আর চাই না, আমার বুকটা একেবারে—

ভোলা ॥ দাদা—(জড়ালো)

নীল ॥ ভোলা—নাঃ, তোর বায়স্কোপ দেখা সার্থক হয়েছে। যা অভিনয় করলি, কোন কুমারের সাধ্যি নেই এরকম করে। মরার অভিনয় কোরে, আসল মৃত্যুটা যে কি, তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিস।

[জনৈক শ্মশান যাত্রীর প্রবেশ]

জনৈক ॥ দাদা, একটা ছবি তুলে দিতে হবে....

ভোলা ॥ কোয়ার্টার সাইজ ৬ টাকা, ½ সাইজ (বলতে যাচ্ছিলো, নীলমণি বাধা দিয়ে....)

নীল ॥ ভোলা....(ভদ্রলোককে) দেখুন, আজ থেকে এখানে ছবি তোলা বন্ধ।

জনৈক ॥ ওঃ, আচ্ছা—(প্রস্থান। সবাই অবাক)।

ভোলা ॥ দাদা, তুমি ছবি তুলবে না ! (নীলমণি ঘাড় নাড়িল "না")

বিশ্ব ॥ সে কি নীলমণি, সব বন্ধ করে দেবে ?

নীল ॥ হাঁা, আজ থেকে আর মৃত্যুর ছবি তুলবো না। দুঃখ, কান্নাকাটি, অন্ধকারের ছবি তুলবো না। ভোলা, আজ থেকে আমরা তুলবো জীবনের ছবি, হাসির ছবি, আলোর ছবি। আমরা থাকবো জীবনের মাঝে, প্রাণের মাঝে, খুশির মাঝে....

ভোলা ॥ খুব ভালো হবে দাদা, আমরা ছুটবো বিয়েবাড়ীতে বর-কনের ছবি তুলতে, পৈতে বাড়ীতে নতুন ব্রহ্মচারীর ছবি তুলতে, অন্নপ্রাশনে ছোট্টছেলের মিষ্টি হাসির ছবি তুলতে।

নীল ॥ (হঠাৎ বেরিয়ে গিয়ে রাণীকে টানতে টানতে এনে) পালাবে কোথায়....সিনেমা দেখে দেখে খুব অভিনয় করতে শিখেছ—বোস এখানে...(ভোলার পাশে)

ভোলা ॥ দাদা—

নীল ॥ কোন কথা নয়—বোসো ! (রাণীকে)

মহারাজ ॥ জয় শম্ভূ—

নীল ॥ মহারাজ....ক্যামেরাটা দাও তো....আজ এই দুজনের জীবনের ছবি তুলে শুরু হবে আমার নতুন জীবন। মহারাজ, গান ধরো।

বিশ্ব ॥ [গান ধরে]

জীবন থেকে মরণ আসে
মরণ থেকে জীবন
ভগবানের কারসাজিতে
সবই কেমন ধরন।

বিশ্ব ॥ নীলমণি, ২০ টাকা কি হবে ?

নীল ॥ সন্দেশ আনাও।

বিশ্ব ॥ বহুৎ আচ্ছা ! কেতো—২০ টাকার সন্দেশ নিয়ে আয়...

কেতো ॥ কি সন্দেশ আনবো, "কড়াপাক্" না—"আবার খাবো" না "দিলখুস্।"

বিশ্ব ॥ আজ্ঞ দিলখুস্ ! (কেতো যাচ্ছিলো)

কাকা ॥ আমিও যাচ্ছি। তুই ছেলেমানুষ, ঠকিয়ে দেবে....

ভোলা ॥ হ্যাঁ হাঁ সেই ভালো—

কাকা ॥ (যেতে গিয়ে) চুপ করো, আমার তো সেই বারোটা বাজে দিলে, তোমার কথা সব শুনেছি, ছবিটা কখন পাবো ?

বিশ্ব ॥ আগে সন্দেশ নিয়ে এস তারপর ছবি....

কেতো ॥ হ্যাঁ ...সেই ভালো। (বলেই কাকার হাত থেকে টাকা নিয়ে দৌড়)

কাকা ॥ (কেতোর পেছনে) কেতো ...কেতো...কেতো —(প্রস্থান)

[ভোলা ও রাণী হাসলো]

নীল ॥ বাঃ, হাসি ভরা ছবি উঠেছে (রাণী এসে নীলমণিকে প্রণাম করিল) কি আর আশীর্বাদ করবো... ভোলার মত তোমার যেন মন হয় —

রাণী ॥ ইস্, ওর চেয়ে আমার ভালো মন। (রাণী দৌড়ে পালালো, সবাই হাসলো)।

বিশ্ব ॥ ওলো, ও ছুঁড়ি সন্দেশ খেয়ে যা-না ! ওগো নীলমণি, আমার একটা ছবি তুলে দাও....

নীল ॥ দোবো মহারাজ, দোবো…তার আগে তুলবো এই উৎসবের ছবি….এই আলোর ছবি…(দর্শকদের দিকে দেখাইল)

ভোলা ॥ ক্যামেরা ready দাদা…(নীলমণি একবার দেখিল)

বিশ ॥ (গান) উঁচু করে রাখরে নজর…
সবাই হবে সুজন তোর….
জগৎটারে বাসরে ভালো…
ঘুচবে কালো অন্ধ ঘোর ॥

নীল ॥ (ছবি তুলে) কি বলে যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাবো ! সব শেষে আপনাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ চেয়ে নিচ্ছি, যেন আমাদের এই নতুন স্বপ্ন সফল হয়, শুভ হয়…কারণ আজ আমাদের শেষ থেকে শুরু।

ভোলা ॥ এটাও জানিয়ে দিচ্ছি, কেউ যদি এই উৎসবের ছবি এক কপি ক'রে চান, আমাদের এই ঠিকানায় চলে আসবেন, তবে rateটা…আজ থেকে একটু কমে যাবে—¼ সাইজ ৪ টাকা, ½ সাইজ ৬ টাকা, ফুল সাইজ ৮ টাকা আর আলাদা আমার একটু বেড়ে গিয়ে—ছিল এক টাকা, হবে দুটাকা।

কেত্তো ॥ আর যাবার সময় কেত্তোর দোকানের চা।

[নীলমণি কেত্তোকে জড়িয়ে ধরে]

[বিশ্বম্ভর পেছন থেকে গান গেয়ে উঠলো]

বিশ ॥ উঁচু করে রাখরে নজর।
সবাই হবে সুজন তোর ॥
জগৎটারে বাসরে ভালো
ঘুচবে কালো অন্ধ ঘোর।
কালোর মাঝে দেখরে আলো
মনের যত মন্দ ভালো
ছড়াক আলো ভুবন ভোর ॥

[ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল]